সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন- এর

তথ্য সাময়িকী-২

ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম)

প্রকাশ কাল : নভেম্বর ২০১৫

অনুষ্ঠানের তারিখ : ১৯ অক্টোবর, ২০১৪

অনুষ্ঠানের স্থান : বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা

উদ্বোধনী অধিবেশন

ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত 'সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ২০১৪ সালের ১৯ অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের হল অব ফেমে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত। এ অধিবেশনটির সভাপতিত্ব করেন আইএনএম ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএফআইডির কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মিস সারাহ কুক, এবং আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রধানগণ যথাক্রমে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম, এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক এবং আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম. এ. বাকী খলীলী। টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল নির্ধারণে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি আর কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে তা নিয়ে আলোচনার জন্য আয়োজিত এ সম্মেলনে যোগ দেন দেশের সাতশ'র বেশী ক্ষুদ্রঋণ লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাইক্রোফিন্যান্স সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের নীতিনির্ধারক, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও সরকারী উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত তাঁর বক্তব্যে বলেন যে আয়োজনকারী সংস্থাদের বর্তমান লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্র্য প্রশমন ও সামাজিক উন্নয়ন কিন্তু অচিরেই বাংলাদেশের শ্লোগান হবে দারিদ্র্য উচ্ছেদ ও সামাজিক উন্নয়ন। ক্ষুদ্রঋণের ইতিহাস বাংলাদেশে শত বর্ষেরও অধিক। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষুদ্রঋণ প্রথা আশির দশকের শেষের দিক থেকে শুরু হয়। ক্ষুদ্রঋণের ইতিহাস বলতে গিয়ে তিনি আখতার হামিদ খান-এর কুমিল্লা একাডেমী এবং পরবর্তীতে জাতির জনকের এই বিষয়ক সিদ্ধান্তের পরীক্ষামূলক প্রকল্প সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়সমূহ আলোকপাত করেন। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে অধ্যাপক ইউনুসকে ঋণখেলাপী অপ-সংস্কৃতি থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন তিনি প্রমাণ করেছেন যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ করছেন তারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতাদের চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বস্ত।

মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় আরও বলেন বর্তমানে লাইসেন্সভুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান আছে প্রায় ৭০০। কিন্তু কথিত আছে যে বাংলাদেশে ২৮০০-৩০০০ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান আছে যারা কি না রেগুলেটরি আইনকানুনের বাইরে অবস্থান করছে। এ সকল সংস্থাসমূহকে আইনের আওতায় আনা অত্যাবশ্যক। তিনি বলেন, পরিসংখ্যান মতে আমাদের দেশে চার কোটি দরিদ্র জনগোষ্ঠী আছে যাদের মধ্যে ৩ কোটি ৩০ লাখ ঋণ গ্রহণ করে। যে জনগোষ্ঠী বর্তমানে ঋণের আওতা বহির্ভূত আছে প্রয়োজনে তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তাসহ ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে একথা ঠিক যে শুধু ঋণ দিয়ে এ জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যসীমার উপরে আনা সম্ভব নয়। তাই ক্ষুদ্র ঋণের সাথে সাথে আনুষঙ্গিক সেবাসমূহ ও প্রদান করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ দারিদ্র্যমুক্ত হতে যাচ্ছে, তিনি এ ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী যে এজন্য বাংলাদেশকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। সবশেষে এমন একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য মন্ত্রীমহোদয় ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স, পল্লী কর্ম- সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি-এর সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্যের ইতি টানেন।

আইএনএম এবং পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ও অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ আইএনএম, পিকেএসএফ এবং এমআরএ–এই তিন সংস্থার যৌথ উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনকে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের পথে একটি শুভ সূচনা হিসেবে আখ্যায়িত করেন। দেশবরেণ্য এই অর্থনীতিবিদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, শুধু ঋণ দিয়ে স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। এর সঙ্গে আরো অনুষঙ্গ যোগ করতে হবে; যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরী প্রশিক্ষণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন, ব্যবস্থা, জলবায়ুর পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার সক্ষমতা তৈরি সহ আরও অনেক কিছু।

ড. খলীকুজ্জমান বলেন, ‘মানুষকে এমনভাবে ক্ষমতায়িত করতে হবে যাতে ঋণের ওপর তারা প্রবলভাবে নির্ভরশীল না হয়ে পড়ে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও টেকসইভাবে দারিদ্র্য নিরসন কখনই সম্ভব নয় এ বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার।’ এ পরিপ্রেক্ষিতে সবাইকে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হবে বলে তিনি মত দেন। তিনি আরও বলেন, ‘পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এ লক্ষ্যমাত্রাকে স্মরণ রেখে সেদিকেই অগ্রসর হচ্ছে। তারা ইতোমধ্যেই মানবকেন্দ্রিক উন্নয়ন ধারণার আঙ্গিকে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা শুরু করেছে।’

ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম)-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম. এ. বাকী খলীলী বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণের ঈর্ষণীয় সাফল্য ও গৌরবময় বিশ্বস্বীকৃত ইতিহাস নির্মাণে অনবদ্য ভূমিকা পালনে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা পিকেএসএফ, এমআরএ ও আইএনএম- এর যৌথ আয়োজনে প্রথমবারের মত অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে আগত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন আজকের এই আয়োজন গবেষক, ক্ষুদ্রঋণ খাতের নীতি নির্ধারক ও নীতি নির্ধারক পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ক্ষুদ্র অর্থায়নের বর্তমান চিত্র, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিষয় ভিত্তিক আলোচনার সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এছাড়া তিনি বলেন সামাজিক দক্ষতা ও নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচীর আওতায় শতাধিক প্রকল্পে বিগত বছরগুলোতে গড়ে ২৫ হাজার কোটি টাকার মত এবং বর্তমান বছরে ৩০ হাজার কোটির অধিক বরাদ্দের মাধ্যমে সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

এর পাশাপাশি তিনি আরও উল্লেখ করেন যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শত শত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান দেশের দারিদ্র্য হটাতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এমআরএ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৭৫০ টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সনদ প্রদানের মাধ্যমে এবং ১৩০টি প্রতিষ্ঠানকে ঋণসাময়িক অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আইনের স্বীকৃতি প্রদান করছে এবং এর পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণের সার্ভিস চার্জসহ বিভিন্ন ব্যয়হ্রাস, বিতরণকারী ঋণের টাকা কর্তন নিষিদ্ধকরণ এবং ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন বিধি-বিধান প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সীমিত জনবল নিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আমানতকারীদের আস্থা বৃদ্ধি ও আমানতকারীর আমানতের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমানতকারীর নিরাপত্তা তহবিল গঠন ও আজকের মাননীয় প্রধান অতিথির নির্দেশনায় ক্ষুদ্রঋণ খাতের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরির কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। তাছাড়া এই খাতের বহুমাত্রিক ঋণ হতে সৃষ্ট ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য একটি ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ অনেক দূর এগিয়েছে। আশা করা যায় আগামী ২ বছরের মধ্যে এই খাতের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠার মত একটি দুরূহ কাজ সম্পন্ন হবে। অন্যদিকে, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণ বিতরণে সীমাবদ্ধ না থেকে নিত্যনতুন পণ্য সম্বলিত কৃষি উদ্যোগ, ঋণ বিতরণসহ রেমিটেন্স বিতরণ, মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ও বিশ্বঋণ বিতরণ বিষয়ক বিভিন্ন ব্যাংক লিংকেজ প্রোগ্রাম এর পাশাপাশি নিজস্ব তহবিল ব্যবহারে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্প্রসারণমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

তিনি বলেন, ’এই সম্মেলনটা এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে গত ৩০ বছরের এই যে অর্জন; ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সামাজিক উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচনের অবদান, তার পর্যালোচনা এবং আগামী দিনে ক্ষুদ্রঋণ খাত ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, কতটা আর্থিক

কাঠামোর মধ্যে থাকবে, কতটা সামাজিক উন্নয়নের কাঠামোর মধ্যে অবদান রাখবে–এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।' এরপর তিনি ৯ টি অধিবেশন সম্পর্কে অতিথিদেরকে অবগত করেন যার মধ্যে প্রাধান্য পায় টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং এ সম্পর্কে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার ভূমিকা, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের ব্যবস্থা কী হওয়া উচিত, ক্ষুদ্রঋণ বাজারের প্রতিযোগিতার ধরন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি আশবাদ ব্যক্ত করেন যে এই সম্মেলন সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে যে সকল জ্ঞানদীপ্ত পরামর্শ আসবে তা এই খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি যুক্তরাজ্যের ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি)-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি মিস সারাহ কুক তাঁর বক্তব্যে আইএনএম, পিকেএসএফ ও এমআরএ এই তিন প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে শুরু থেকেই আমরা আইএনএম-এর সাথে আছি। তিনি আরও বলেন যে ডিএফআইডি সবসময়ই আর্থিক সেবা সমূহের মানোন্নয়নে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বব্যাপী ডিএফআইডি-এর কিছু পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে বলেন সাম্প্রতিক সময়ে আইএফসি-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ডিএফআইডি-এর এসএমই অর্থায়ন সুবিধা ২,০০,০০০ মানুষকে ঋণ প্রদান ও ১০,০০,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান করেছে।

তিনি বলেন ডিএফআইডি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক ও অবকাঠামোগত তথ্য সংরক্ষণে পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করেছে। এই কাজের অংশ হিসেবে এমআরএ এবং আইএনএম-কে দরিদ্রদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য অর্থায়ন করা হচ্ছে যার মাধ্যমে একটি বৃহৎ সংখ্যক ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে।

মিস সারাহ কুক আরও বলেন সামাজিক পরিবর্তনের জন্য প্রথমেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন দরকার। অনার্থিক সাহায্যের মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়নে বাংলাদেশ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই সম্মেলনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, 'যে বিষয়গুলো আজ এই সম্মেলনে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হবে যেমন– এমএফআই সমূহের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া টেকসই উন্নয়ন এবং এমএফআই সমূহকে অর্থায়ন–এ সব কিছুরই ডিএফআইডি-এর অগ্রাধিকার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবগত করেন। এই অধিবেশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ প্রসারের সময়োপযোগী কৌশল ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে সঠিক দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন সরকার, এনজিও, এমএফআই এবং সহযোগী সংস্থাগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর ভূমিকা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন ২৩ টি সংস্থা নিয়ে ১৯৯০ সালে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয় যার বর্তমান সহযোগী সংস্থা প্রায় দুই শতাধিক। এসব সংস্থার ৭,০০০ শাখার মাধ্যমে ১৮ হাজার কোটি টাকা এবং মাঠ পর্যায়ে ১৭৪ হাজার কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া তিনি ঋণের বহুমুখীকরণ ও বৈচিত্র্যায়নে এমএফআইদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক সমস্যাকে আমরা বহুমাত্রিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করছি। তিনি উল্লেখ করেন পিকেএসএফ আইএনএম এর বর্তমান চেয়ারম্যান-এর অধীনে সমৃদ্ধি কর্মসূচি চালু করা হয়েছে যার মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সুপেয় পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি বিষয়ে আর্থিক ও অনার্থিক সেবা প্রদান করা হয়। জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলা করার জন্য ক্ষরা প্রবণ, বন্যা প্রবণ, ও লবণাক্ত এলাকায় বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এই ধরনের সমন্বিত কর্মসূচীর মাধ্যমেই উত্তরবঙ্গ থেকে মঙ্গা নামক অভিশাপটি দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছে।

জনাব করিম আরও বলেন যে মানব কেন্দ্রিক উন্নয়নের ধারণা নিয়ে তাঁরা যে কাজ করছেন তা বহির্বিশ্বে সমাদৃত একটি যুগোপযোগী ধারণা। তিনি বলেন অতি দরিদ্র, মাঝারি দরিদ্র, শহুরে দরিদ্র, প্রান্তিক চাষি সবাইকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ থেকে শুরু করে গড়ে ১ লাখ টাকা ঋণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি কারিগরি ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অব্যাহত সহযোগিতার পাশাপাশি পিকেএসএফ আরও সচেষ্ট হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনে ইতোমধ্যে যা আলোচিত হবে তা এই খাত সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনায় এবং পলিসি প্রণয়নে সহায়ক হওয়ার পাশাপাশি সার্বিক উন্নয়নে তথা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবশ্যই অগ্রণী ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন এই খাতের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং এই খাতকে টেকসই প্রকৃত দারিদ্র্য নিরসন সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা এই সরকারের একটি সময়োপযোগী প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্রঋণের ঈর্ষনীয় সাফল্য থাকলেও তা নিয়ে আত্মসন্তুষ্টির অবকাশ নেই কেননা সেক্টরকে ঘিরে এখনো রয়েছে তহবিল সংকট। এই খাতের উন্নয়নের আমাদের সকলকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অধিবেশন ১

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সুশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

দারিদ্র্য বিমোচনে দেশব্যাপী এমএফআই পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে একটি কাঠামোতে নিয়ে আসতে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি বা এমআরএ-এর বর্তমান ভূমিকা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্বন্ধে পরামর্শ দিলেন সম্মেলনে আগত সংশ্লিষ্ট অতিথিবৃন্দ। দুই দিনব্যাপী 'সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে 'ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সুশাসন এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা' শীর্ষক অধিবেশনে এ নিয়ে আলোচনা হয়।

এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক অধিবেশনটি পরিচালনা করেন। পিকেএসএফ-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: ফজলুল কাদের। আর এতে সাধারণ আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ, উদ্দীপন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব এমরানুল হক চৌধুরী এবং এনজিও ব্যুরো এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ নুরুন্নবী তালুকদার।

পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: ফজলুল কাদের তাঁর উপস্থাপনার সূচনায় বলেন, সত্তর-এর দশকের শেষের দিকে ও আশির দশকের শুরুতে গ্রামীণের ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকেই স্ব-উদ্যোগে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করেন। সেই সময় সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানসমূহ সোসাইটি অথবা কোম্পানি আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতো। নবগঠিত স্ব-নিয়ন্ত্রিত এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে কিছু পরিবর্তন যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আবার দরিদ্র মানুষদের সরলতার সুযোগে অসততার আশ্রয় নেয়।

এ প্রসঙ্গে জনাব কাদের বলেন 'শুরুর দিকে গ্রাহকদের সঞ্চয় ছিলো অরক্ষিত। তহবিলের যোগানদাতাদেরও প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডের ওপর তেমন কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণই মূলত তহবিলের প্রকৃত ব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নেওয়া হতো পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনদেরকে নিয়ে। আর সর্বময় ক্ষমতা পুঞ্জীভূত থাকতো পরিচালনা পর্ষদের প্রধানের হাতে। আর্থিক ব্যবস্থার বহুমুখী ব্যবহার রয়েছে আর তা যথাযথভাবে নিশ্চিত করার মাধ্যমেই সামাজিক উন্নয়ন সূচিত হতে পারে। এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে ক্ষুদ্রঋণ খাতকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে এর জন্য একটি কাঠামো প্রস্তুত করার বিষয়টি তখন সরকারের সামনে চলে আসে। সদস্যদের সঞ্চয় সুরক্ষিত করা, পরিচালনা পর্ষদের জন্য যথাযথ কাঠামো নির্মাণ করা এবং ক্ষুদ্র অর্থায়নের জন্য বাজার সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে একটি মজবুত ও শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করতে সরকার মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি প্রতিষ্ঠা করে।'

জনাব কাদের বলেন, এমএফআইগুলোর নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাতকে উন্নয়নের ধারায় যুক্ত করতে এমআরএ দুই ধরনের কাজ করে থাকে– নিবন্ধিত এমএফআইগুলোর পরিচালনা পর্ষদকে গতিশীল রাখতে ও স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে সহায়তা প্রদান করা ও সদস্যদের সঞ্চয় এবং উভয়মুখী ঋণদান কর্মসূচি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা। এমআরএ-এর নীতিমালার মাধ্যমে এমআরএ নিবন্ধিত এমএফআইসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। বিগত পাঁচ বছরে যে গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণীমূলক পদক্ষেপ এমআরএ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে

সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হলো এমএফআইগুলোর জন্য সুদের হার নির্ধারণ করে দেয়া, এবং পরিচালনা পর্ষদের প্রধানদের ক্ষমতার সময়কাল নির্ধারণ করে দেয়া। একদিকে এই সকল বিধিবিধান এমএফআইগুলোর কাজের ধরন বদলে দিয়েছে অন্যদিকে ঋণগ্রহীতাসহ খাতসংশ্লিষ্ট সকলকে আস্থার আওতায় এনেছে। তিনি আরো বলেন, 'শুধু তাই নয়, নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারী ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে এমএফআইগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধিতে এমআরএ-ও অবদান রাখছে।'

ক্ষুদ্রঋণ খাতের নিয়ন্ত্রণমূলক পরিচালনার ওপর উপস্থাপনায় জনাব কাদের আরও বলেন যে শুধু এমআরএ নয়, তহবিলের মুখ্য যোগানদাতা হিসেবে পিকেএসএফও ক্ষুদ্রঋণ খাতের ছায়া নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে আসছে। শুধু প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতাই নয়, এই খাতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতেও পিকেএসএফ বিভিন্ন ভাবে অবদান রাখছে বলে মত দেন তিনি। উপসংহারে তিনি বলেন 'নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ক্ষুদ্রঋণ খাতের প্রসারে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে তবে এখানেই থেমে থাকলে চলবে না, আমাদের যেতে হবে বহুদূর। এমএফআই-দের ভূমিকা আরো জোরালো ও শক্তিশালী করতে আরো অনেক কিছু করণীয় রয়েছে যা যথা শীঘ্রই পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রণয়ন করতে হবে।

উদ্দীপন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব এমরানুল হক চৌধুরী বলেন যে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন হল একটি বিপ্লব। তিনি বলেন ৯০ এর দশকে যখন ক্ষুদ্রঅর্থায়ন শুরু হয় তখন এটি ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ। যেহেতু এটি একটি অনানুষ্ঠানিক খাত, তাই ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থা গুলোর কোন সম্পদের মালিকানাস্বত্ব নেই বলে এই খাতকে একদা গরীব ঠকানোর ব্যবসা বলে কটাক্ষ করা হত। ধীরে ধীরে এই খাতকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতাধীন করা হয়।

নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বলেই ৩৬ হাজার কোটি টাকার এই খাত করা সম্ভব হয়েছে যেখানে আড়াই কোটি জনগণকে একত্রিত করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সুশাসনের জন্য এমআরএ-এর যে আইন তা বাণিজ্যিক ব্যাংক এর নিয়মকানুন থেকেও কঠিন। তবে আইনটাকে একটু সহজ এবং শিথিল করতে হবে।

তিনি আরও বলেন এই খাতে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা কমাতে হবে, জনগণের স্বার্থ রক্ষার তাগিদ থাকতে হবে, এবং তাদেরকে যথাযথ সহায়তা করতে এমআরএ-এর নিজের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। পরিশেষে তিনি প্রস্তাব করেন যে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে এমআরএ, পিকেএসএফ ও আইএনএম-কে সমন্বিত করার কোন বিকল্প নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক জনাব এম এম আকাশ তাঁর বক্তব্যের শুরুতে ক্ষুদ্রঋণ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন এবং পরবর্তীতে এর আলোকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। তিনি বলেন শুরুতে একটা সাধারণ সুদের হার নির্ধারণ করা হয়েছিল যেখানে উল্লেখ করা হয় যে খরচ কমলে সুদের হার কমবে; আর খরচ বাড়লে সুদের হার বাড়বে। তিনি মনে করেন, বিশ্বাসযোগ্যভাবে সেই নিরীক্ষা এবং গবেষণা করার সঠিক সময় এসে গেছে।

তিনি বলেন বাংলাদেশে বিভিন্ন সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করলেও এসব সংস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য একক কোন কর্তৃপক্ষ নেই। নিবন্ধন, সুদের হার এবং সঞ্চয় ও লভ্যাংশের সদ্ব্যবহার এই তিনটি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তাঁর উদ্ধৃত সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এমআরএ-এর গুণগত মান ও সংখ্যা বাড়াতে হবে, সুদের হার নমনীয় করার জন্য নতুন বিধিমালা তৈরি করতে হবে, সঞ্চয় ও উদ্বৃত্ত স্থানান্তরে বৈচিত্র্য আনয়ন করতে হবে এবং নিয়ন্ত্রককে নিরপেক্ষ থাকতে হবে।

অধিবেশনের সাধারণ আলোচক এনজিও ব্যুরো এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ নুরুন্নবী তালুকদার বলেন যে বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রম ১৯৯০ সালে শুরু হলেও তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে অনেক আগেই। তাঁর মতে বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত এনজিওর সংখ্যা ২,৩১৫ টা, যার মধ্যে ২৫৫ টা বিদেশি এবং বেশিরভাগই কোন বিদেশি অনুদান পায়না।

তিনি বলেন আমাদের দেশে প্রায় ২০০টা এনজিও ক্ষুদ্র ঋণের সাথে জড়িত থাকলেও নিবন্ধন আছে ৭০০টা এনজিওর। নিবন্ধিত এনজিওগুলো সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ সুদ নিলেও অন্য এনজিও গুলো অনেক বেশি সুদ নিচ্ছে যার কারণে এই খাতের সুনাম নষ্ট হচ্ছে। এজন্য টেকসই সুদের হার নির্ধারণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন দাতাসংস্থা প্রদত্ত তহবিলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি আরও বলেন যদি আমরা মধ্যম আয়ের দেশ হতে চাই তবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদের সম্পৃক্ত করার কোন বিকল্প নেই।

সম্মানিত অতিথি পিকেএসএফ-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. কাজী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন বাংলাদেশে একটা ধারা হয়ে গেছে যে ঋণ মাফ করে দেয়া হবে। সেজন্য অনেকে ঋণ নিয়ে ফেরত দেয় না। ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের ওভারল্যাপিং সমস্যা আছে। অনেকে মনে করেন বড় ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা কঠিন কাজ। কিন্তু সময় এসেছে এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার। সুশাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে আরও সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রনয়ণ করা প্রয়োজন। এজন্য ক্ষুদ্রঅর্থায়ন ব্যাংক সৃষ্টির বিষয়টি দ্রুত বিবেচনায় আনতে হবে এবং প্রস্তাবিত এই ব্যাংক কার অনুশাসন বা তত্ত্বাবধানে থাকবে সে বিষয়ে পিকেএসএফ সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক বলেন আর্থিক খাতগুলো গরীবদের কাছে পৌঁছাতে ব্যর্থ হওয়ার ফলশ্রুতিতে গ্রামীণব্যাংক, ব্র্যাক এর মতো ক্ষুদ্রঋণের যাত্রা শুরু হয়। এমএফআই এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, দারিদ্র্য বিমোচন, আর মানুষের আর্থিক ক্ষমতায়ন। কিন্তু এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হলে সুদের হার কমানো প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত দেন।

অধিবেশন ২

ক্ষুদ্রঋণ বাজারে প্রতিযোগিতা

অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির পাশাপাশি দেশের শিল্পায়নের দিগন্ত প্রসারিত করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান, নীতিনির্ধারক ও এই খাত সংশ্লিষ্ট সবাই ক্ষুদ্র উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান করছেন এবং এই বিশেষ খাতের বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে দেশের অর্থনীতির আরেকটি স্তম্ভ রচিত হচ্ছে বলে মনে করছেন। কায়িকশ্রমধর্মী প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে এই ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা শ্রেণী জাতীয় উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন। উন্নতি দেখার পাশাপাশি অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানের গবেষকরা একে এখনও তাঁদের গবেষণার চুলচেরা পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। এই খাত থেকে প্রতিবছর যে পরিমাণ আয় হচ্ছে তা মোট বিনিয়োগের কতখানি? মোট বিনিয়োগের পরিমাণটাই বা কত? বিনিয়োগ এবং আয়ের অনুপাতটা কি? ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এই খাতের বেড়ে ওঠায় প্রকৃতপক্ষে কতখানি সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করতে পারছে? অথবা তারা কী ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে? ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশ ও শিল্পায়নের নতুন দিগন্তের সূচনা শীর্ষক অধিবেশনে এই বিষয়গুলোই ঘুরেফিরে আলোচিত হয়েছে।

আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম. এ. বাকী খলীলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। ডিএফআইডির প্রসপার-পিসিইউ-এর ইন্টারন্যাশনাল টিম লিডার ড. রিয়াজুল ইসলাম, জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) মো: ওয়াহিদুজ্জামান, শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড উইমেন-এর নির্বাহী পরিচালক ড. হুমায়রা ইসলাম মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন।

সংজ্ঞা দিয়ে ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের ওপর আলোচনা শুরু করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। এর মাধ্যমে তিনি দেখান যে ক্ষুদ্রউদ্যোক্তার বিভিন্ন সংজ্ঞা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি মনে করেন বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের সব প্রতিষ্ঠান ও নিজেদের মতো করে ক্ষুদ্রউদ্যোক্তার সংজ্ঞা ঠিক করছে। ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড যার সংজ্ঞায় থাকা উচিত তার বিনিয়োগের পরিমাণ কত, সম্পদের পরিমাণ কত এবং এই কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কতজন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে।

ড. জসীম দেশে ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের সংখ্যা কত তা তুলে ধরতে ২০০৩ সালের একটি জরিপের প্রসঙ্গে উত্থাপন করেন। সেখানে পাওয়া যায় ৬০ লক্ষ ক্ষুদ্রউদ্যোগে ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোক কাজ করছে। জরিপে উঠে আসা অন্যান্য তথ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'এ জনশক্তি জিডিপিতে ২০ থেকে ২৫ ভাগ অবদান রাখে এবং সমস্ত ক্ষুদ্রউদ্যোগের একক মালিকানায় এই বিষয়টা জরিপে এসেছে। আরো দেখা যায়, তাদের পরিবারের একজন কিংবা একের অধিক লোকের ব্যবস্থাপনায় এটি পরিচালিত হচ্ছে। অর্থাৎ পুরো কাজটি পরিচালিত হচ্ছে পরিবারের মাধ্যমে। এখানে দেখা যাচ্ছে মালিক বা তার পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে। এর বাইরে হয়তো এক কিংবা দুইজন লোকের কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, এই খাতের আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে এই খাতের সাথে সংযুক্ত রয়েছেন। এক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ নীতিমালা তৈরি করে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রাহক সংখ্যাও বিভিন্ন। উপস্থাপনায় পরিবেশিত তথ্যে দেখানো হয় গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা নিয়ে কাজ করছে কিন্তু তাদের কাছ থেকে ঋণ নেবার সুবিধা রয়েছে সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা। ৫০ লক্ষ ৯০ হাজার গ্রাহক রয়েছে তাদের। আশা ৫০ হাজার থেকে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের বিনিয়োগের আকার ঠিক করেছে তবে তাদের নীতিমালায় কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। আর ব্র্যাক বলছে তাদের গ্রাহক রয়েছে ৩ লক্ষ এবং তারা বিনিয়োগ করে থাকে ৮০ হাজার থেকে ৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এদিকে পিকেএসএফ-এর গ্রাহক সংখ্যা এখন ৬ লক্ষ। এই পর্যন্ত তারা প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বন্টণ করেছে।

ড. জসীম বলেন এই খাতে পিকেএসএফ-এর ৭ লক্ষ আত্মনির্ভরশীল কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং ৫ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের অর্থের বিনিময়ের কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে অর্থাৎ মোট সাড়ে ১২ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে শুধুমাত্র ক্ষুদ্রউদ্যোগের অর্থায়ন কার্যক্রমের আওতায়। ১৬০টি প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ কাজের ফলাফল হলো এটা। এখানে সামর্থ্য বৃদ্ধির একটা বিষয় রয়েছে। পিকেএসএফ তাদের নিজেদের পাশাপাশি এ পর্যন্ত ৭ হাজার এমএফআই কর্মীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া তারা ২৫ হাজার উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। একইসাথে তিনি এই খাত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শিক্ষাগত যোগ্যতার একটি চিত্র উপস্থাপন করে বলেন, 'তাদের মধ্যে যদি শ্রেণীবিন্যাস করি তাহলে দেখা যাবে ৩২ শতাংশের কোনো অক্ষরজ্ঞান নেই। ২৭ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে এবং ২৬ শতাংশ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে কর্মরত এবং মালিকদের মধ্যে ৮৫ ভাগের যোগ্যতা হলো স্কুল পর্যন্ত। সামগ্রিকভাবে এই খাত সংশ্লিষ্টদের শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।' পিকেএসএফ-এর এক পাইলট প্রকল্প থেকে পরিলক্ষিত হয় যে ৯৯ ভাগ অংশগ্রহণকারী একে আলাদা গ্রহণ করার জন্য ক্ষুদ্রউদ্যোগের কাজের পরিধি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে, বার্ষিক বিক্রয় বেড়েছে শতভাগ। আর মুনাফা বেড়েছে ৭২.৫৪ ভাগ। কর্মসংস্থান বেড়েছে ২৫ ভাগ। ২০০৮ সালের এক সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে মুনাফা ফেরত আসার হার ৬৫ ভাগ।'

তিনি তাঁর বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন, 'এই অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক বাকী খলীলী তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে এ বিষয়ে একটি গবেষণা করেছিলেন। তাঁর সমীক্ষায় দেখা যায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে মুনাফা ফেরত আসার হার ৮৩ ভাগ, ছোট প্রতিষ্ঠানে ৪৫ ভাগ এবং বড় প্রতিষ্ঠানে এটা ২০ ভাগ পর্যন্ত দেখা যায়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের সাইজের সঙ্গে মুনাফার হারের তারতম্য হয়; বড় বিনিয়োগের উপর মুনাফার হার কম। সংশ্লিষ্ট খাতের ব্যাপ্তি থেকে পরিলক্ষিত হয় যে এদেরকে নিয়ে আরও নিবিড় ভাবে কাজ এবং গবেষণার সুযোগ রয়েছে যা নিয়ে অতি শীঘ্রই কাজ করা দরকার। আর এক গবেষণায় ড. শহীদ খন্দকার বিক্রয়ের উপর গড় মুনাফার হার ৪৬ ভাগ এবং সম্পদের উপর মুনাফার হার ৫২ ভাগ বলে উল্লেখ করেন।

বক্তব্যের শুরুতেই ডিএফআইডির প্রসপার-পিসিইউ-এর ইন্টারন্যাশনাল টিম লিডার ড. রিয়াজুল ইসলাম মূল প্রবন্ধের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই উন্নয়নে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে। তিনি আরও বলেন ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাথে প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। এমএফআই, পিকেএসএফ এবং সরকার এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ভূমিকা ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মত প্রকাশ করেন এবং গবেষকদের এই বিষয়ে আরও গবেষণা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন এই খাতে সরকারের সহায়তা ভীষণ জরুরি তা না হলে এমএফআই সমূহ যে পরিশ্রম করেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স) জনাব মো: ওয়াহিদুজ্জামান এই খাত টিকিয়ে রাখতে এবং নিরাপদে এগিয়ে যেতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হতে যথাযথ সহায়তা নিশ্চিত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মৎস্য, গবাদি পশু, চামড়া শিল্পে ক্ষুদ্র অর্থায়নের সাফল্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন পিকেএসএফ-এর তথ্য অনুসারে ৫ বছরে ৯০০ ভাগ প্রবৃদ্ধি হয়েছে ক্ষুদ্র উদ্যোগে।

এছাড়া তিনি আরও বলেন এই খাতের মাধ্যমে প্রায় ৩০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ভোক্তা সংখ্যা যেমন বাড়ছে এর সাথে সাথে উৎপাদনও বাড়ছে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে যদি ক্ষুদ্র উদ্যোগ প্রসার লাভ করতে পারে এবং সরকার যদি তার কিছু নীতির ক্ষেত্রে আরো সহায়ক ভূমিকা নিতে পারে তাহলে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে কাজ করতে পারবে বলে তিনি মত দেন।

শক্তি ফাউন্ডেশন ফর ডিজএ্যাডভান্টেজড উইমেন-এর নির্বাহী পরিচালক ড. হুমায়রা ইসলাম ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতকে সুরক্ষিত করতে এই খাতে বিনিয়োগের পূর্বে বিনিয়োগ প্রদত্ত মুনাফার হার সম্পর্কে উদ্যোক্তাকে জানতে হবে বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন যেহেতু ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতটি একটি ক্রমবর্ধমান খাত তাই এই খাতের ঝুঁকি নির্ণয় করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তিনি আকস্মিক ক্ষতি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ঋণ গ্রহীতা বা উদ্যোক্তার ঝুঁকি এড়াতে এই খাতে বীমা ব্যবস্থা চালু করার পক্ষে তাঁর মত প্রদান করেন।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো হলো -

জনাব হরিদাস
নির্বাহী পরিচালক

আমরা যাদের সাথে কাজ করি তারা সঠিক ভাবে আয় ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে না। তাই যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদের আয়- ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ এবং ব্যবসা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো হলো -

জনাব মো শাহরিয়ার
মমতা, চট্টগ্রাম

আমি মনে করি যে ক্ষুদ্র উদ্যোগ আমাদের অর্থনীতির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে আমরা যেটা অনুভব করি সেটা হলো উদ্যোক্তা ও ঋণদানকারী সংস্থাগুলোর মাঝে সমন্বয়ের অভাব।

জনাব তাজুল ইসলাম
পরিচালক, পিএমকে

আমি মনে করি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যদি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয় তাহলে যেকোন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ খাতে বীমা ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টিও বিবেচনায় আনা উচিৎ।

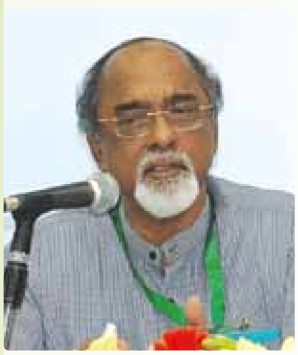

সভাপতি হিসেবে ইন্সটিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম)-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম. এ. বাকী খলীলী বলেন এখন ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান গুলোর ঋণের প্রায় ২৫ ভাগ ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন হয়। এটি শুধু ঋণ দেওয়া নয়; এর থেকে সব জায়গাতে কর্মসংস্থানের একটা ভালো সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তিনি আরও বলেন কোন এলাকায় ক্ষুদ্র অর্থায়নে ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে উঠলে তাকে কেন্দ্র করে উক্ত এলাকায় আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে; ফলে একটি পশ্চাদমুখ ও সম্মুখমুখ সংযোগ তৈরী হবে।

তিনি উল্লেখ করেন যে, এই খাতের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে তা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে কিনা। হোক তা পূর্ণকালীন অথবা বেতনভোগী।

অন্যান্য দেশের ক্ষুদ্র অর্থায়নের সংজ্ঞার সাথে আমাদেরকে এ বিষয়টি এক করা উচিত হবে না। এছাড়া এই খাতের উন্নয়নে ঝুঁকি নির্ণয়, সুদের হার নির্ধারণ এবং বীমা এই বিষয় গুলোর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন ক্ষুদ্রউদ্যোগ যদি আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে সেটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য তিনি পূর্ববর্তী যে পেশা ছেড়েছেন সেখানে অন্য জনের কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ড. শহীদ খন্দকারের গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে এই খাতে বিনিয়োগ প্রদত্ত মুনাফার হার ৫২ শতাংশ অর্থাৎ ১০০ টাকা বিনিয়োগ করলে ৫২ টাকা আয় পাওয়া যায়, আর বিক্রয় প্রদত্ত মুনাফার হার ৪২ শতাংশ । এটাকে তিনি খুব আশাব্যাঞ্জক বলে অভিহিত করেন । এই খাতের উন্নয়নে ঝুঁকি নির্ণয়, সুদের হার নির্ধারণ এবং বীমা এই বিষয় গুলোর প্রতি যথাযথ দৃষ্টি দিতে হবে বলে তিনি মনে করেন।

অধিবেশন ৩

কৃষি এবং গবাদী পশু উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উন্মোচন

বাংলাদেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক বলয়ে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। কৃষি ও প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের সুফল পরিলক্ষিত হচ্ছে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে। গত এক দশকে কৃষিখাতের সামর্থ্য বৃদ্ধি পেয়েছে কয়েক গুণ। কৃষক সময়মতো ঋণ সহায়তা, কারিগরি ও অন্যান্য সহায়তা পেয়েছে বলেই বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বনির্ভর একটি দেশ। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম তৌহিদ তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধে তুলে ধরেন কৃষিখাতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপশি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে ঋণ সরবরাহের চিত্র।

'কৃষি এবং গবাদী পশু উন্নয়ন, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উন্মোচন' বিষয়ক অধিবেশনে গোলাম তৌহিদ তুলে ধরেন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কীভাবে কৃষি এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে এবং তাদের মাধ্যমে এই খাতে কি পরিমাণ ঋণ সরবরাহ হচ্ছে। আইএনএম এবং পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি-এর উপ পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব এস এম মনিরুজ্জামান ও পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক, অধ্যাপক লোকমান হাকিম।

বিভিন্ন ধরণের তথ্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম তৌহিদের উপস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর উপস্থাপনায় তিনি বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মাধ্যমে কৃষিখাতে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা তুলে ধরেন। পাশাপাশি উঠে আসে বহুমুখী সমস্যাগুলো যা সমাধান করা গেলে কৃষিখাত আরো সমৃদ্ধ হতে পারে। তিনি আরও জানান, 'কৃষিঋণ বিতরণে গত দশ বছর ধরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে বাংলাদেশে দেশী ও বিদেশী ব্যাংকগুলো তাদের মোট ঋণের শতকরা ২.৫ ভাগ বাধ্যতামূলকভাবে কৃষিঋণ হিসেবে বিতরণ করবে, এটা একটা চমৎকার উদ্যোগ।

বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে মোট ঋণ বিতরণ করেছে ৬ লক্ষ ৬ হাজার ৫৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষিঋণ বিতরণ করেছে ১৪ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা। যেটা প্রায় শতকরা ২.৪১ ভাগ। আর ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ বিতরণ করেছে ৫৬ হাজার ৩০৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে কৃষি ঋণ ছিল ২৬ হাজার ৫০৯ কোটি টাকা; যা প্রায় ৪৮ শতাংশ। এটা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে দেখা যাচ্ছে সর্বমোট ঋণ বিতরণ হয়েছে ৩৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো দিয়েছে ১০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান দিয়েছে ২৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর কৃষি ঋণ বিতরণের পরিমাণ বেশি, যেটা ৭১ শতাংশ। পিকেএসএফ ২০০৬-০৭ অর্থবছর থেকে কৃষি ঋণের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিচ্ছে। আমাদের মোট ঋণ বিতরণের শতকরা হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।' ক্ষুদ্রঋণ বিতরণের পাশাপাশি দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সাবলীল করা, বিপণন ব্যবস্থা, পণ্যের মান এবং কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করতেও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করে যাচ্ছে বলে তিনি তথ্য উপস্থাপন করেন। কৃষকের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচলিত কর্মকাণ্ডসমূহও এখানে উঠে এসেছে।

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি(এমআরএ)-এর উপ পরিচালক জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন মূল প্রবন্ধের গঠনমূলক বিশ্লেষণ করে বলেন সরকার দারিদ্র্য চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিরলস কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা কর্মসূচিতে সরকার প্রায় ১৪৭ টি কর্মসূচির আওতায় চলতি বছরে আরও ৫০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট ৩০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তিনি আরও বলেন ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার ২৫.১০এ নেমে এসেছে, এবং এক্ষেত্রে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে বলে তিনি মনে করেন।

তিনি আরও বলেন কৃষিঋণ বিতরণে সরকার যে ২.৫ শতাংশ নির্ধারণ করে ব্যাংকগুলোকে বাধ্যতামূলক করেছে তার পরিমাণ ১৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। তিনি উল্লেখ করেন ২০১০-১১ অর্থবছরে কৃষিঋণ বিতরণের হার ছিল ২৪ শতাংশ যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এছাড়া তিনি বলেন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কৃষি উন্নয়নে যে বলিষ্ট ভূমিকা রেখে চলেছে তা অনঃস্বীকার্য।

আলোচনার শুরুতেই বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব এস এম মনিরুজ্জামান কৃষিতে বর্তমান সরকারের সাফল্যের কথা তুলে বলেন বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এরপর তিনি ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন ইতিপূর্বে প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাংকগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুনাফা অর্জন, তাই তারা ক্ষুদ্রঋণ প্রদানে উৎসাহী ছিল না। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাদের ঋণদান কার্যক্রম কয়েকটি মুষ্টিমেয় এমএফআই-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যখন বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে স্থানীয় পর্যায়ে ঋণ প্রদানের কথা বলা হয়, তখন ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

তিনি আরও বলেন ২০১১-২০১২ সালে ৯২ টা এমএফআই ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-২০১৩ তে হয় ১০৭, বর্তমানে নিবন্ধনপ্রাপ্ত এমএফআই-এর সংখ্যা প্রায় ৭০০। ২০০৯-২০১০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম এনজিও এবং এমএফআইদের মাঝে সমন্বিত প্রোগ্রাম করার উদ্যোগ নেয়। পরিশেষে তিনি বলেন যদি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পলিসির ধারা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয় তবে অংশগ্রহণকারী এমএফআই-এর সংখ্যা আরও বাড়বে যা এই খাতকে এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে।

পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক লোকমান হাকিম তাঁর বক্তব্যে গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্রঋণের ক্রমবিস্তার সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, একটা সময় ছিল যখন ঋণ প্রদানের জন্য কঠিন শর্তে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হত। এরপর তিনি ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে সবজি উৎপাদন করে বিদেশে রপ্তানির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি পিকেএসএফ-এর পার্টনার অর্গানাইজেশন ফেডেক থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক সফলভাবে দুগ্ধখামার গড়ে তোলার উদাহরণ দেন। আর এসব প্রচেষ্টার ফলেই বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে এবং গবাদিপশু উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি আরও আশাবাদ ব্যক্ত করেন যেভাবে প্রযুক্তি স্থানান্তরকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ পর্যায়ে উৎপাদন বাড়ছে তাতে করে এই খাত অচিরেই একটি শিল্প হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

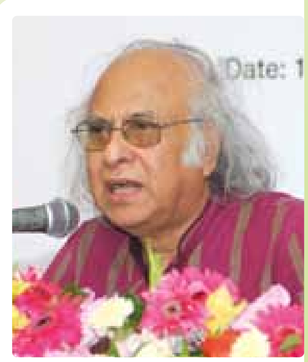

আইএনএম এবং পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এ পর্যায়ে বলেন সময়োপয়োগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, সরকার একা নয় বরং সকলে মিলে কাজ করতে হবে। এদেশ থেকে শুধু নয় সারা বিশ্ব থেকে দারিদ্র্যকে দূর করতে হবে। তিনি আরও বলেন 'আমরা আর ক্ষুদ্র চিন্তায় থাকতে চাই না। আমরা এখন বড় চিন্তা করতে চাই, বড় স্বপ্ন দেখতে চাই। এদেশের মানুষকে একটা মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবো–এ লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। ছোট ছোট করে শুরু হলেও এটাকে বড় করার জন্য কাজ করতে হবে। একটি অনুষঙ্গ দিয়ে শুরু হলেও এটা সম্প্রসারিত করতে হবে অনেক অনুষঙ্গের মধ্যে।'

প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জনাব মতিয়া চৌধুরী এই ধরনের অধিবেশন আয়োজন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হল কৃষি। তিনি বলেন জিপিডিতে কৃষিখাতের অবদান প্রায় ১৪ শতাংশ। যদিও এই খাতের অবদান কমেছে তবে উৎপাদন বেড়েছে অনেক। আর এজন্যই বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। কৃষিখাতে বর্তমান সরকারের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করে মন্ত্রী মহোদয় বলেন, খাদ্যের পাশাপাশি পুষ্টি নিশ্চিতকরণেও সরকার বদ্ধপরিকর। এছাড়া বর্তমান সরকার উদ্বৃত্ত শাক-সবজি রপ্তানির উদ্যোগ নিয়েছে বলে তিনি আগত সকলকে অবগত করেন।

তিনি বলেন ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকারের শাসনামলে সর্বপ্রথম বিনা জামানতে বর্গাচাষীদের কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া বর্তমানে কৃষকদের জন্য কৃষিতথ্য সম্বলিত ডিজিটাল কার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। কৃষকদের জন্য ১০ টাকাতে ব্যাংক একাউন্ট খোলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কৃষিখাতে আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করে উচ্চফলনশীল ধান, পাট, শাক-সবজি এবং জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য জলমগ্নতা সহিষ্ণু, লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের আবিষ্কার এই খাতকে আরও সমৃদ্ধ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন বাংলাদেশে বেসরকারী খাতের উন্নয়নের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে। কিন্তু জবাবদিহিতার বিষয়টি স্বচ্ছ হতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে বীমার গুরুত্ব নতুন ভাবে আলোচনার সময় এসেছে বলে তিনি মত দেন। ‘খাদ্যের জন্য আমাদের হাত পাততে হয় না বলে আমরা পদ্মা সেতুর মত বড় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারছি, যা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি’- এ কথার মাধ্যমে তিনি বক্তব্যের ইতি টানেন।

অধিবেশন ৪

দারিদ্র্য বিমোচনের সামাজিক লক্ষ্য থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান সমূহ কি দূরে সরে যাচ্ছে?

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গত ত্রিশ বছরে উল্লেখযোগ্য প্রসার লাভ করেছে এবং তা গ্রামীণ অর্থায়নের মূল উৎস হিসেবে এখন বিবেচিত হচ্ছে । ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান বা এমএফআইদের কাজের ধরন ও কৌশলেও পরিবর্তন এসেছে। প্রথমে তারা শুধু স্বল্পমাত্রার ঋণ প্রদান করত কিন্তু এখন ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে উঠছে এবং সেখানে তারা অধিক মাত্রার ঋণ প্রদান করছে। ঋণ দেয়া, আদায় করা ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে তহবিল সৃষ্টি করা ইত্যাদি এখন এমএফআইদের মূল কার্যাবলীর অংশ, যা তাদের সামাজিক সংগঠনের পরিচয়কে ছাপিয়ে ধীরে ধীরে আর্থিক সংগঠনের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করছে। এই প্রেক্ষাপটে এখন প্রশ্ন জাগছে সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনের মূল লক্ষ্য থেকে কী তাহলে এমএফআইরা দূরে সরে যাচ্ছে? আলোচ্য অধিবেশনে এই বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সরকারের নীতিনির্ধারক ও এমএফআই-এর শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ।

অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আইএনএম এবং পিকেএসএফ-এর মাননীয় চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম এ বাকী খলীলী। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইআরডি-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব সাজ্জাদ জহির ও ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব মহসিন আলী। অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার জনাব ফজলে রাব্বি মিয়া, এমপি।

আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম. এ. বাকী খলীলী তাঁর বক্তব্যে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণের প্রয়োজনীয়তা এবং এর কার্যকারীতা, টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে বহুমাত্রিক সহায়তা, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ও দারিদ্র্য বিমোচনে এমএফআইগুলোর ভূমিকা বর্ণনা করেন। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি গঠিত হওয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তীতে এমএফআইগুলোর ঋণদান প্রক্রিয়ায় ও ঋণদান প্রবণতায় যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তাও তিনি বক্তব্যে উল্লেখ করেন। বর্তমান আইনী কাঠামোয় যে ধরনের সহায়তা প্রদান করা গেলে এমএফআইগুলো টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে তা তাঁর আলোচনায় উঠে আসে।

তিনি বলেন, শুরুতে ধারণা করা হতো যে দরিদ্ররা যারা কোনো রকমের ঋণ সেবা পাচ্ছে না, তাদেরকে ঋণ সহায়তা দেওয়া গেলেই সমাজে দারিদ্র্য কমে আসবে। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, ঋণ দরিদ্রদের কিছুটা উন্নতি এনে দিলেও তা দিয়ে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয় না। এ প্রসঙ্গে গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য উপস্থাপন করে অধ্যাপক খলীলী বলেন, 'আইএনএমের সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা যায় যে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে যারা ঋণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ এবং কারিগরী সহায়তা পেয়েছে তাদের শতকরা ৫৩ জন দারিদ্রসীমা অতিক্রম করতে পেরেছে। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে যারা ঋণ ছাড়া উল্লিখিত সহায়তাগুলো পায়নি তাদের শতকরা ৬৮ জন দারিদ্র্যসীমার নিচে থেকে গেছে।'

তিনি আরও বলেন বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য চাই আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করলে এই সেবাগুলো দরিদ্রদের জন্য নিশ্চিত করা যেতে পারে । এ সকল সেবাসমূহ না থাকলে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাসমূহের মূল পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাবে না বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। গত এক দশক ধরে নিবন্ধিত এমএফআইগুলোর ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন করার প্রবণতা বেশি করে পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতি দরিদ্রদের বদলে ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন আরো বেশি নিরাপদ ও লাভজনক। এছাড়া এমআরএ-এর একটি আইন রয়েছে যে, এমএফআইরা তাদের মোট তহবিলের অর্ধেক ক্ষুদ্র উদ্যোগে দিতে পারবে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক খলীলী উল্লেখ করেন, 'গত ছয় মাস ধরে আমরা বিভিন্ন এলাকায় এমএফআইগুলোর শাখা পরিদর্শন করেও এই একই চিত্র দেখতে পেয়েছি। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এমএফআইগুলোর "ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক" গঠনে আগ্রহী হওয়ার প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের চাইতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি পেতে তারা বেশি আগ্রহী।' তিনি আরও বলেন, বলিভিয়া, ভারত ও নেপালে এই ধরনের উদ্দেশ্য সফলতা পায়নি। বক্তব্যের শেষে তিনি বলেন, ক্ষুদ্র ঋণের মূল ধারা যা কিনা দারিদ্র্যবিমোচন ছিল, সেখান থেকে অধিকাংশ সংস্থাসমূহ সরে আসছে। মাঠ কর্মীদের সাথে সংলাপের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ঋণ আদায়ের ভূমিকা নিয়েই সংলাপ করতে হয়েছে যার ফলে অন্যান্য বিষয়সমূহ আলোচ্য সূচীতে সেভাবে স্থান পায়নি ।

ইআরজি-এর রিসার্চ ডাইরেক্টর সাজ্জাদ জহির তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে পুঁজি ও প্রতিষ্ঠানের ভিতরে সম্পর্ক ও পুঁজির বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি আশা করেন যে বর্তমান সরকার পুঁজির বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। তিনি বলেন ব্যক্তির পুঁজি বাড়লে আমাদের দেশ এগুবে না বরং প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি বাড়ালে দেশ এগিয়ে যাবে। এখন প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজির ক্ষেত্রে আমরা কি লগ্নি পুঁজির মধ্যে আবদ্ধ থাকব নাকি এই পুঁজি বিকশিত হতে দেব এটা বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া তিনি ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেন যাতে ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাঝে সমন্বয় করা যায়। এছাড়া উৎপাদন ও বিপণন নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং স্থানীয় সংগঠন ও গ্রামীণ ব্যাংকিং খাতকে সমন্বিত করার কথাও তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব মহসিন আলী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, শুধু ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানই দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে না। তিনি বলেন, 'আমরা কখনো দাবি করছি না, ক্ষুদ্রঋণই দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র হাতিয়ার। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে যদি দারিদ্র্য দূর হয়ে থাকে তার জন্য নিয়মিত অর্থের যোগান প্রয়োজন, আর এজন্য চাই অতি দরিদ্রদের জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ।' তিনি বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এগুলিও ক্ষুদ্রঋণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এসব সুবিধা প্রদানের জন্য যেমন রয়েছে বিভিন্ন সংগঠন, তেমনি ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য রয়েছে ক্ষুদ্রঋণ। তাই ক্ষুদ্রঋণ ও ক্ষুদ্রউদ্যোগ বিষয় দুটি নিবিড়ভাবে একে অপরের সাথে জড়িত। ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাত বাণিজ্যিকীকরণের দিকে ধাবিত হচ্ছে-এই ধারণার সাথে একমত পোষণ করেন না বলে তাঁর বক্তব্যের ইতি টনেন।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো হলো -

জনাব মতিন

যেহেতু আমি সমাজ পরিবর্তনের, ক্ষমতায়নের, সমাজ তৈরির কাজ করি- সেহেতু আমি আশা করছি ঋণদানকারী সংস্থাসমূহ টেকসই উন্নয়নের বিষয়টিকে আরও প্রাধান্য দিয়ে বিবেচনা করবে এবং অতি দরিদ্রদের জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

জনাব আউয়াল
নির্বাহী পরিচালক, সিডিএফ

আমি বিশ্বাস করি সামাজিক উন্নয়নের যে লক্ষ্য নিয়ে ক্ষুদ্র অর্থায়নের যাত্রা শুরু হয়েছিল সে লক্ষ্যচ্যুতি হয়নি। প্রশাসন, তথ্য প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে আশা প্রকাশ করছি।

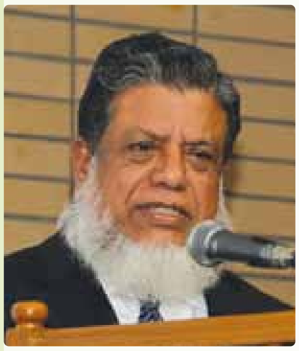

অধিবেশনের প্রধান অতিথি জাতীয় সংসদের মাননীয় ডেপুটি স্পিকার জনাব ফজলে রাব্বি মিয়া, এমপি এই অধিবেশনের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করে বলেন 'আমিও আপনাদের সাথে একমত পোষণ করি যে শুধুমাত্র ঋণ দিয়ে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য চাই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সহায়তা।'এছাড়া তিনি বিভিন্ন এনজিওর হয়রানিমূলক ঘটনার উদাহরণ টেনে ক্ষুদ্রঋণের যে অপূর্ণতা আছে সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ক্ষুদ্রঋণের তাৎপর্য আলোচনাকালে পিকেএসএফ এর সমৃদ্ধি কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে বলেন 'আমি পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কার্যক্রম দেখেছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। কিছু কিছু উদাহরণ আমাকে অভিভূত করেছে।' এ প্রসঙ্গে তিনি ভিক্ষুক মহিলাকে ১ লাখ টাকা অনুদান, সঞ্চয়ী সদস্যদের সঞ্চিত অর্থের উপর ঋণদান, ছাত্রদের বৃত্তিপ্রদান ইত্যাদি উদাহরণ সমূহের কথা উল্লেখ করেন। তিনি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় করার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনার জন্য আরও সচেষ্ট কীভাবে হওয়া যায় সেদিকে আলোকপাত করার বিষয়টি অনুধাবন করতে বলেন।

আইএনএম এবং পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ। এটাকে লক্ষ্য রেখে কোথাও কোথাও লক্ষ্যচ্যুতি হচ্ছে কিনা তা নিয়ে আলোচনা করব, সেই ভুলগুলো দূর করে আমরা ফিরে আসব শুরুতে। তিনি বলেন একটা সময়ে ক্ষুদ্রঅর্থায়নের বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছিল যার ফলে সুদের হার ৩৫ থেকে ৬০ শতাংশ হয়ে গিয়েছিল, তবে বর্তমানে সুদের হার ২৭ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে, এটা আরো কমালে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে তারা ২০ শতাংশ নিয়েও বেশ ভালো আছে। এগুলো নিয়ে আমাদের ব্যাপক গবেষণা ও আলোচনা করতে হবে।

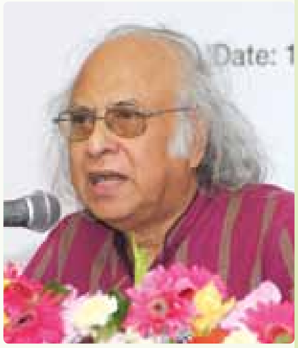

আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, প্রতিষ্ঠানকেও টিকতে হবে, টেকসই হতে হবে এবং মানুষকেও টেকসই করতে হবে। মানুষ যদি টেকসই না হয়, অংশগ্রহণকারী যদি টেকসই না হয় তাহলে প্রতিষ্ঠান টেকসই হতে পারে না।' তিনি আরও বলেন ক্ষুদ্রঅর্থায়নের ধারণাটি অনেক সংকীর্ণ তাই তিনি এই ধারণাটির পরিবর্তে "অর্থায়নের অন্তর্ভুক্তিকরণ" নামক ধারণাটি উল্লেখ করেন।

অধিবেশন ৫

টেকসই উন্নয়ন ও দারিদ্র্য: ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উন্মোচন

দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক সমস্যা তাই এর সমাধানও বহুমাত্রিক উপায়ে করতে হবে। শুধুমাত্র ঋণদানের মাধ্যমে আর্থিক মুক্তি বা টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই অধিবেশনে আগত বক্তারা টেকসই উন্নয়নের পথে করণীয় এবং তা বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনটি পরিচালনা করেন পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মন্ডল। উক্ত অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব গোলাম মাওলা। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেদা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাহিদা ফিজ্জা কবির ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব হেলথ ইকনোমিক্সের সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব রাশেদা কে চৌধুরী সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

মূল প্রবন্ধের শুরুতে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব গোলাম মাওলা বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বর্তমান চিত্র তুলে ধরে টেকসই উন্নয়নের ধারণা ও এর ব্যাপ্তি নিয়ে আলোচনা করেন। টেকসই উন্নয়নসম্পর্কে তিনি বলেন, বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা উচিত নয়, এতে করে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে। এজন্য বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদার মাঝে সমন্বয় সাধন খুবই জরুরী। তিনি বলেন উন্নয়ন শুধুমাত্র আর্থিক বিষয় নয়, উন্নয়নের যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক দিকগুলো আছে সেগুলোও বিবেচনায় আনতে হবে।

তিনি বলেন এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য সক্ষমতা তৈরী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির হার ব্যাপক, তাই এমন প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রয়োজন যার মাধ্যমে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও টিকে থাকা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করার জন্য সক্ষমতা তৈরি, নারীর ক্ষমতায়ন, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর স্থানীয়করণ, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তৈরী করতে হবে সামাজিক নিরাপত্তার জাল।

তিনি বক্তব্যে আরও উল্লেখ করেন যে টেকসই উন্নয়নের তিনটি কৌশল রয়েছে। এগুলো হল মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা, সর্বস্তরের মানুষের আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন। এছাড়া চা শ্রমিক, প্রতিবন্ধী, নারী,শিশু, হাওড় অঞ্চলবাসী যারা যেকোন ধরনের দুর্যোগে সবচেয়ে অরক্ষিত তাদের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। গত দশ পনের বছর ধরে বাংলাদেশের যে উন্নয়ন হচ্ছে সেখানে সরকার, সরকারের উন্নয়ন অংশীদার, এনজিও এবং এমএফআইরা সমন্বিত অবদান রাখছে, এক্ষেত্রে তারা আর্থিকসেবা, কারিগরি সেবা, দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক যে উন্নয়ন কার্যক্রম করছে সেগুলো যেন সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছাতে হবে। তিনি আরও বলেন, একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আগে সে বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। জনবল এবং আর্থিক কাঠামোর বিষয়ে ভিন্ন ধারার প্রকল্প চিন্তা করতে হবে।

সাজেদা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাহিদা ফিজ্জা কবির প্রবন্ধের ওপর বক্তৃতায় টেকসই উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন খাতে তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেন। তিনি বলেন, শুধু কাজ করলেই হবে না, কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করাও কাজের অংশ। এই খাতে তাঁর কাজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন যে, ক্ষুদ্র অর্থায়ন যথেষ্ট পরিমাণে টাকা দিয়েছে সত্যি কিন্তু ভ্যালু চেইন, বাজারজাতকরণ, প্রশিক্ষণ–এই বিষয়গুলোর দিকে যথেষ্ট পরিমাণে নজর দেওয়া হয়নি। তাহলে এই অর্থায়ন টেকসই উন্নয়নে আরও বেশী অবদান রাখতে পারতো। এ বিষয়গুলো নিয়ে নিবিড়ভাবে আরও কাজ করা দরকার।

শিক্ষায় অর্থায়ন, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ হয়নি বলে তিনি মতামত প্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, গত কয়েক বছর ধরে আমরা চিন্তা করছি যে শুধু ক্ষুদ্র অর্থায়ন করলে হবে না, একটা সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। জনাব কবির আরও বলেন টেকসই উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দরিদ্রদের সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করতে পারা। তিনি বলেন, ক্ষুদ্রবীমার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইনি সহায়তা এবং দুর্যোগ মোকাবেলা–এই ধরনের কিছু সেবা হয়তো দরিদ্র বা সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের দেওয়ার চেষ্টা হয়ে থাকে, তবে এর মধ্যে স্বাস্থ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সেবা যা এখনও আমরা পরিপূর্ণভাবে কোনরূপ সেবার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারিনি। তিনি বলেন, এখানে সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা সবার একসাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। জনাব কবির ক্ষুদ্রবীমা পরিচালনায় নিয়ন্ত্রণের কারণে সৃষ্ট কিছু প্রতিবন্ধকতা তুলে ধরেন যা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির উদ্যোগ নিয়ে দ্রুত সমাধান করতে হবে বলে আলোকপাত করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব হেলথ ইকনোমিক্স এর সহযোগী অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ প্রবন্ধের ওপর সাধারণ আলোচনায় এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মতামত প্রদান করেন। তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে টেকসই উন্নয়ন করতে চাইলে জাতীয় সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি ভারসাম্য আনতে হবে। তিনি পোশাকশিল্প ও বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতার প্রধান দুটি খাত হিসেবে বর্ণনা করেন। বৈদেশিক মুদ্রা প্রবাহ বৃদ্ধি করতে সরকারকে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার প্রতি মনযোগ দেওয়া প্রয়োজন। দক্ষ শ্রমিক বিদেশে পাঠালে মুদ্রা প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। পাশাপশি তিনি বলেন, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো–যেমন স্বাস্থ্য খাত, শিক্ষা খাত যে প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন সেখানে যদি সুশাসন না থাকে তাহলে টেকসই উন্নয়ন আশাব্যঞ্জক উপায়ে সম্ভব নয় বলে তাঁর মত দেন।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো হলো -

জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সালাম
নির্বাহী পরিচালক, বিডিএস, দিনাজপুর

আমি মনে করি টেকসই উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নবান্ধব সরকারি নীতিমালা প্রণয়ন করা উচিৎ।

জনাব শহিদুজজামান চৌধুরী
জেন্ডার এন্ড এনভারনমেন্ট সোসাইটি, লক্ষীপুর

ভ্যালু চেইন, মার্কেটিং, ট্রেনিং ইত্যাদি বিভিন্ন খাতের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সবার সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে বলে আমি আশা করছি।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো হলো -

জনাব ইকবাল আহমেদ
নির্বাহী পরিচালক, পদক্ষেপ

আমরা যখন কোন গরিব মানুষকে ঋণ দেই তারা কাজ করে তাদের আয় বাড়ায়। যখন তার কিছুটা আয় ক্ষমতা বাড়ে তখন সে দারিদ্র্যের অন্য ক্ষেত্র অর্থাৎ পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো নিজেই বুঝতে পারে। তাই আমি বলবো সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট নীতিগত সহায়তা ও উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে খাত চিহ্নিতকরণ খুবই জরুরি যার সাহায্যে পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলো কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে ।

জনাব কাজী বাবর আলী
সাতক্ষীরা

আমরা জানি এদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ একর খাস জমি আছে। সরকারের খাস জমিগুলো মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কুক্ষিগত করে না রেখে সাধারণ জনগণের মাঝে বন্টণ করে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করা উচিত।

‘টেকসই উন্নয়নের জন্য সবাইকে একযোগে কাজ করার জন্য পরিবেশ তৈরি করে দিতে হবে সরকারকে’ মন্তব্য করে অধিবেশনের সম্মানিত অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা জনাব রাশেদা কবির চৌধুরী বলেন, ‘আমরা অংশগ্রহণ করছি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার জায়গায়তো অংশীদারিত্ব নেই। ওই জায়গায় যতক্ষণ না যেতে পারবো, টেকসই উন্নয়ন ব্যাপারটা প্রতিষ্ঠা করা অনেক কঠিন হবে। প্রাইভেট সেক্টরের সাথে কাজ করার একটি প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু যারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে, সেই প্রাইভেট সেক্টরের সঙ্গে আমরা কাজ করতে পারি না। ভূমিদস্যুদের সাথে কিভাবে কাজ করব? তরুণদের সঙ্গে কাজ করতে কোথায় যেন একটা মন-মানসিকতার বিষয় আছে। কোনো এনজিও থেকে কোনো তরুণ যদি নীতিনির্ধারক বা স্থানীয় প্রশাসনের সভায় যান তাহলে সে তরুণ প্রতিনিয়ত প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকেন, কেন তার নির্বাহী প্রধান আসেননি? সেই তরুণদের স্বীকৃতি দেওয়ার কাজ একা এমএফআইরা করতে পারে না। এখানে নীতিনির্ধারক বা প্রশাসনের মানসিকতার পরিবর্তন আসতে হবে। তবেই একটা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে।

টেকসই উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে অধিবেশনের সভাপতি পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মন্ডল বলেন, আমাদের ভূমিসম্পদ পানিসম্পদের অভাব, মানবসম্পদের গুণগত অভাব আছে। গত ৫-৭ বছরে বাংলাদেশে কোনো বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটেনি। কিন্তু তার আগের দশকে আমরা বড় বড় দুর্যোগ মোকাবেলা করেছিলাম যেমন সিডর, আইলা, বিশ্ব খাদ্য মন্দা। বিশ্লেষকরা বলেছেন, এতে ক্ষুদ্র ঋণের বড় ভূমিকা ছিল। ক্ষুদ্রঋণের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে এবং মানবাধিকারের বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে এই বলে বলে তিনি সভায় আগতদের ধন্যবাদ জানিয়ে এই অধিবেশনের সমাপ্তি করেন।

অধিবেশন ৬

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোগ

আইএনএম, পিকেএসএফ ও এমআরএ -এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে এমএফআইদের ভূমিকা শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে এমএফআইগুলোতে কর্মরত মানবসম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। "অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র উদ্যোগ" শীর্ষক এই অধিবেশনটি পরিচালনা করেন আইএনএম-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী। মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আইএনএম-এর প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রম পরিচালক ড. মোঃ মোসলেহ উদ্দিন সাদেক। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব এম হাসান খালেদ, এমআরএ-এর পরিচালক জনাব সাজ্জাদ হোসেন ও ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন-এর (ওয়াইপিএসএ) নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আরিফুর রহমান।

'ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি একটি কৌশলগত প্রয়োজন এই খাতের সামগ্রিক উন্নয়নের খাতিরেই এমএফআই স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে' বলে মন্তব্য করেন অধিবেশনের মূল বক্তা আইএনএম-এর প্রশিক্ষণ এবং কার্যক্রম পরিচালক ড. মোঃ মোসলেহ উদ্দিন সাদেক। দক্ষতা বৃদ্ধিকে একটি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌছার এক অন্যতম কার্যক্রম বলে উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বলেন, 'এই প্রেক্ষাপটে পরিলক্ষিত হয় যে আমাদের কর্মী বাহিনী আছে কিন্তু তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আবার জনশক্তি থাকলেও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। এগুলোর মাঝে একটা সমন্বয় করতে হবে।' ক্ষুদ্রঋণ খাতে কীভাবে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম চলছে তার একটি চিত্র তিনি তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশে চার ধরনের সক্ষমতা উন্নয়ন হয় আর এগুলো হল অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা উন্নয়ন, কর্মকান্ড নির্ভর সক্ষমতা উন্নয়ন, হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ বিভাগ। শেষের বিষয়টি মাত্র শতকরা দুইভাগ এমএফআই-এর আছে।

আমাদের দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন এবং তা তৈরি করে নিতে হবে। তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে সম্পদে পরিণত করতে হবে। এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েই আইএনএম শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছে এবং একটি সার্টিফিকেট ও একটি ডিপ্লোমা কোর্স চালু করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পিকেএসএফ ও এমআরএ-এর সহায়তায় প্রশিক্ষিত ২০০ জন সনদপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৪ হাজারেরও বেশি পেশাদার ক্ষুদ্রঅর্থায়নকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন তিনি। কোর্সের জন্য আন্তর্জাতিক মানের ১০টি ট্রেনিং মডিউল তৈরি করা হয়েছে। আইএনএম চীনে প্রশিক্ষণ সহায়তা দিয়ে থাকে বলে চীনা ভাষায় তিনটি মডিউল করা হয়েছে। তানজানিয়া, চীন এবং থাইল্যান্ডের এআইটি-এর সাথে আইএনএম-এর সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রয়েছে বলে তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেন তিনি।

ড. মোসলেহ উদ্দিন বলেন, ছয়টি সার্টিফিকেট কোর্সের সমন্বয়ে আইএনএম-এর ডিপ্লোমা কোর্সটি সাজানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য সুনির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী কিছু স্বল্পমেয়াদী কোর্সও চালু করা হয়েছে। পরিশেষে তিনি বলেন, 'দক্ষতা বৃদ্ধি কোনো সৌখিনতা নয়। এটি একটি চাহিদা। ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থা সমূহের দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবেলা করার জন্য কর্মীদেরকে অবশ্যই আরো দক্ষ হতে হবে।' তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন এনজিওর প্রয়োজনীয়তার ভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তিনি বলেন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সময়োপযোগী কৌশল প্রয়োজন। সক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে এসব কর্মকাণ্ডের গতি ত্বরান্বিতকরণ প্রয়োজন- এ কথা বলে তিনি তাঁর বক্তব্যের ইতি টানেন।

পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক জনাব এম হাসান খালেদ প্রবন্ধ শেষে আলোচনায় এমএফআই কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি চারটি জায়গায় দক্ষতা বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সেগুলো হচ্ছে প্রশাসন, তথ্যপ্রযুক্তি, এমএফআই ব্যবস্থাপনার কর্তৃপক্ষের মধ্যম সারির কর্মীবৃন্দ ও ঋণগ্রহীতা।

তিনি বক্তব্যে উপস্থাপন করেন, যেহেতু ক্ষুদ্রঅর্থায়ন একটি ক্রমবর্ধমান খাত, তাই এই খাতের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্য সুশাসনের অনুঘটক গুলো কী হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, এই খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করে একে তথ্যপ্রযুক্তির দিকে এগিয়ে নিতে হবে। তৃতীয়ত, প্রতিষ্ঠানে যে মধ্যম শ্রেণীর কর্মীবৃন্দ আছে তাদেরকে প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের মাঝে পেশাদারিত্ব সৃষ্টি করতে হবে। চতুর্থত এবং সবশেষে, ঋণ গ্রহীতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে হবে। গ্রহীতাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি না করতে পারলে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে তিনি মন্তব্য করেন।

এমআরএ-এর পরিচালক জনাব সাজ্জাদ হোসেন ক্ষুদ্রঅর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি করার ওপর জোর দিয়ে বলেন, 'আপনাদের দক্ষতা কোন অবস্থানে আছে সেটি আপনাদের বুঝতে হবে। আপনাদের শক্তি কোথায়, দুর্বলতা কোথায়, সম্ভাবনা কোথায় ও ঝুঁকিগুলো কী তা জানতে হবে।' সময়ের অভাবে ঢাকায় এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাটা আপনাদের জন্য বিভিন্ন সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তাই প্রশিক্ষণসমূহ আঞ্চলিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব কী না সে ব্যপারে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিপাত করার কথা তার বক্তব্যে তুলে ধরেন ।

ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল এ্যাকশন-এর (ওয়াইপিএসএ) নির্বাহী পরিচালক জনাব আরিফুর রহমান প্রশ্ন রাখেন, আসলে কার দক্ষতা বৃদ্ধি দরকার? তিনি বলেন, সর্বস্তরের মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করতে হবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কার্যকর করতে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি মেধাবী তরুণদের এখাতে এগিয়ে আসার আহবান জানান। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য নিজস্ব কৌশল তৈরি করার পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি বিশেষ জোর দেন। প্রথমবারের মত আইএনএম কর্তৃক ক্ষুদ্র অর্থায়ন বিষয়ে সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স শুরু করার জন্য অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন এই কার্যক্রম অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সেক্টরের কর্মকর্তাদের উন্নয়নে এটি যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো হলো -

জনাব রফিকুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক, আলোর পথে, বগুড়া

মানব ভিত্তিক সক্ষমতা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা উন্নয়ন এই দুটি বিষয়কে পাশাপাশি পরিচালিত করলে উন্নয়নের একটা মাধ্যম হতে পারে বলে আমি মনে করি।

জনাব মনসুর আলম চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক, উজান, খুলনা

আমরা জানি সক্ষমতা উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হল প্রশিক্ষণ। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রদানকারী সংস্থাগুলো সবই ঢাকামুখী। তাই প্রশিক্ষণের বিকেন্দ্রীকরণ করে তা আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো হলো -

জনাব সোলায়মান খান

আমি মনে করি সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে শিখনমূলক পরিবেশ তৈরি করার কোন বিকল্প নেই।

জনাব আসাদুজ্জামান
উপ পরিচালক, শক্তি ফাউন্ডেশন

দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির জনশক্তি ও ব্যবস্থাপনার মাঝে সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কী না।

অধিবেশনের সভাপতি আইএনএম-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী সবার বক্তব্যের একটি সারমর্ম তুলে ধরে বলেন, ‘সক্ষমতা উন্নয়নের একটা মাধ্যম হতে পারে প্রশিক্ষণ। আমার মতে সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য একটা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে বড় যে ভূমিকা পালন করতে পারে, তা হলো ঋণ গ্রহীতা, কর্মীবৃন্দ, স্টেকহোল্ডারদের সক্ষমতা উন্নয়ন, এবং তার জন্য পুরো প্রতিষ্ঠানে একটা শিখনমূলক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভূমিকা হচ্ছে সবচেয়ে বড়।’

তিনি আইএনএম-কে প্রকৃত অর্থেই একটি জ্ঞান ব্যবস্থাপনা মূলক ইন্সটিটিউট হিসেবে উল্লেখ করে বলেন সক্ষমতা উন্নয়নে এমআরএ, আইএনএম এবং পিকেএসএফ-এর বিরাট অবদান রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে যেমন পরিবর্তন এসেছে, তেমনি সক্ষমতা উন্নয়নের ধরন, প্রকৃতি, বিবর্তন আসা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

অধিবেশন ৭

ক্ষুদ্র অর্থ বাজার কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের ব্যবস্থা

"ক্ষুদ্র অর্থ বাজার কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের ব্যবস্থা "শীর্ষক এই অধিবেশন পরিচালনা করেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য এবং আইএনএম-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ক্ষুদ্রঋণ বিশেষজ্ঞ জনাব দেওয়ান এইচ আলমগীর। প্রবন্ধের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ক্রেডিট ডেভেলপমেন্ট ফোরামের (সিডিএফ) নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল আউয়াল ও বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মোঃ আকতারুজ্জামান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব জনাব মাহবুব আহমেদ অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদ্রঋণ বিশেষজ্ঞ জনাব দেওয়ান এইচ আলমগীর তাঁর বক্তব্যে তহবিল ব্যবস্থাপনা-ব্যয়, বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ বাজারে শ্রেণীভেদে গ্রাহকদের ঋণের চাহিদা, এমএফআইগুলোর তহবিলের উৎস ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে ভবিষ্যৎ করণীয় সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ দেন। এমএফআইগুলো কীভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে সে বিষয়ে সামান্য ধারণা দিয়ে তিনি বলেন, এমএফআই সমূহ সাধারণত অল্প সুদে কোনো উৎস হতে ঋণ নিয়ে তা হতে ক্ষুদ্র পর্যায়ে ঋণ দিয়ে থাকেন। এই প্রক্রিয়ায় কার্যক্রম পরিচালনায় তাদের লক্ষ্য রাখতে হয় তারা নিজেরা কত সুদে এবং কী ধরনের মেয়াদে ঋণ পাচ্ছেন। এর ওপর নির্ভর করে তারা গ্রাহকদের কত সুদে এবং কতটুকু মেয়াদে ঋণ দিতে পারবে।

এমএফআইদের তহবিল প্রবাহের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি বলেন 'আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো যেসব উৎস থেকে ঋণ নেওয়া হবে, সেখান থেকে পুনঃ ঋণ গ্রহণের সুবিধা পাওয়া যাবে কিনা। যেমন– পিকেএসএফ কোনো এমএফআইকে ঋণ দিলে এবং তাদের কর্মকাণ্ড সফলভাবে পর্যবেক্ষণ করা হলে পুনঃ অর্থায়ন করে সেটা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সব সময় করে না।'

গ্রাহকশ্রেণীর মেয়াদে কি পরিমাণ ঋণ দরকার এ বিষয়টির ওপর এমএফআইদের তহবিলের চাহিদা নির্ভর করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জানতে হবে বাজারে কত ধরনের গ্রাহকদের ঋণ দেওয়া হয়। বাজারে ঋণগ্রহীতাদের চারটি ধরন রয়েছে– ক্ষুদ্রউদ্যোগ, মূল ধারার ক্ষুদ্রঋণ, দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র। এ প্রসঙ্গে জনাব আলমগীর বলেন, 'ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের বেশি ঋণ প্রয়োজন হয় কারণ এদের ব্যবসার বিকাশ দ্রুত বর্ধমান। ক্ষুদ্রউদ্যোক্তা যখন সনদ প্রাপ্ত হয় তখন তাদের ব্যবসায়িক খরচও বেড়ে যায়। তখন তারা এই ২৬-২৭ শতাংশ সুদে ঋণ নিয়ে সুবিধা করতে পারে না আবার ঋণের মেয়াদও তখন বেশি দরকার হয়। পাশাপাশি এখন কৃষিঋণের চাহিদাও বেড়েছে। দরিদ্র ও হতদরিদ্র ঋণগ্রহীতার সংখ্যা কেউ বাড়াতে চায় না।'

ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সেক্টরে বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ স্থিতির একটি ধারণা দেন তিনি। শুধুমাত্র গ্রামীণ ব্যাংকের-ই ২৫ শতাংশ, ব্র্যাকের ২১ শতাংশ, আশার ১৭ শতাংশ এবং অন্যান্য সবাই মিলে ৩৮ থেকে ৪০ শতাংশ। মোট পোর্টফোলিওর ৬০ শতাংশই বড় তিনটি প্রতিষ্ঠান। এদের অর্থের উৎস সম্পর্কে তিনি তথ্য উপস্থাপন করে দেখান যে গ্রামীণ ব্যাংকের তহবিলের মূল উৎস হলো গ্রাহকদের সঞ্চয়। ব্যাংক হবার ফলে তারা এই সুবিধা পাচ্ছে। ব্র্যাকের তহবিলের উৎস হলো বাণিজ্যিক ব্যাংক হতে প্রাপ্ত ঋণ এবং গ্রাহকদের সঞ্চয়। আশা, যারা সম্ভবত দেশের সবচাইতে লাভজনক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, নিজেদের লভ্যাংশ বা সঞ্চয় থেকে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। ছোটো এমএফআইগুলোর তহবিলের উৎস মূলত গ্রাহকদের সঞ্চয় ও পিকেএসএফ-এর মতো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ঋণ।

তহবিলের যোগান বৃদ্ধি এবং তহবিলের খরচ কমিয়ে আনতে পারলে ক্ষুদ্রঋণ গ্রাহকরা এর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করে গ্রামীণ পর্যায়ে আরো ক্ষুদ্রউদ্যোগ গড়ে তুলে বেশি কর্মসংস্থান করা সম্ভব বলে জনাব দেওয়ান এইচ আলমগীর মনে করেন। তিনি বলেন, ক্ষুদ্রঅর্থায়নের বিতরণ বাড়াতে অনেক টাকা দরকার। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে সহসাই এই অবস্থার কোনো সমাধান নেই।

এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষকে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে ব্যাংকিং কাঠামোতে যেতে পারলে ঋণ প্রদানের তহবিল সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে জনাব আলমগীর পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'বড় এমএফআইদেরকে নতুন ব্যাংকিং আইন করে ব্যাংক কাঠামোতে নিয়ে যেতে হবে যেখানে মালিকানা পেতে পারে মূল যে এনজিও আছে তারা। দারিদ্র্য বিমোচন যাদের লক্ষ্য এমন প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিকারীদের বলা যেতে পারে । সদস্য যারা আছে তাদেরকেও শেয়ার দেয়া যেতে পারে। অর্থাৎ দারিদ্র্য সম্পর্কিত বিনিয়োগকে স্মরণে রেখেই বর্তমান অলাভজনক অবস্থা থেকে আমরা ব্যাংকিং কাঠামোতে যেতে পারি। এজন্য দরকার হবে নতুন আইন।' বন্ড ইস্যু করে দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। তাছাড়া করপোরেট সংস্থা সমূহ সিএসআর কর্মকাণ্ডের আওতায় অর্থায়ন করতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সিডিএফ-এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আব্দুল আউয়াল বন্ড ছেড়ে তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে একমত নন তবে তিনি জনাব দেওয়ান এইচ আলমগীরের ব্যাংকিং কাঠামোর পরামর্শকে সমর্থন করেন। বিকল্প হিসেবে তিনি মনে করেন পৃথিবীর বিভিন্ন বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে অনুমতি দিলে তহবিল সংকট অনেকটা কমে যাবে। অপেক্ষাকৃত ছোট এমএফআইগুলোকে কীভাবে পিকেএসফের নিবন্ধন দেওয়া যায় তা ভেবে দেখার পরামর্শ দেন তিনি। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের নিজ নিজ সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল থেকে বরাদ্দ দিয়ে এমএফআইদের দেয়া ঋণের অপ্রকাশিত ব্যয়গুলো বহন করলে তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় আরো কমে আসবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব জনাব মাহবুব আহমেদ বলেন, 'বাংলাদেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করেন ২৬ শতাংশ জনগণ। এ পরিবর্তনের পিছনে অনেক কারণ আছে। সামাজিক নিরাপত্তা বলয় এখানে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্রঋণ এখানে বড় ভূমিকা রেখেছে। এটা ঠিক, ক্ষুদ্র ঋণের বাজারটা কেন্দ্রীভূত হয়ে গেছে, বিশেষ করে ব্র্যাক, আশা ও গ্রামীণ ব্যাংক ৬০ শতাংশ বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কেউ কেউ মনে করেন এটাতে একচেটিয়া হয়ে গেছে। ২০০৯ সালে সমন্বিত ঋণের স্থিতি ছিল ১৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। ২০১৪ সালে তা ২৫ হাজার ৭০০ কোটি টাকাতে এসেছে। কিন্তু সদস্যদের সঞ্চয় ৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৯ হাজার ৩০০ কোটি। অর্থাৎ সঞ্চয় যতটা বেড়েছে, ঋণ দেওয়া তেমনভাবে বাড়েনি, এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার প্রয়োজন আছে। ঋণটাতে বিভিন্ন উৎসের টাকা আছে। নতুন ঋণগ্রহীতা বেড়েছে ২ শতাংশ। তিনি বলেন, 'একটা ব্যাংক করার সুপারিশ এসেছে। এটা হলে বোধহয় ভাল হয়। কিন্তু তাতে আবার কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় কিনা সে বিষয়টি দেখতে হবে।'

অধিবেশন পরিচালক বেগম রোকেয়া বিশ্বদ্যিালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও আইএনএম-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক ড. এ কে এম নূর-উন-নবী বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকারের চেয়ে বেসরকারি উদ্যোগের অবদান বেশি উন্নয়নের ক্ষেত্রে। সেই হিসেবে আপনাদের ভূমিকা অনেক বেশি। কিন্তু এখানে একটা অভাব আছে, এখানে দুটি স্তর তৈরি হয়ে গেছে। একটা বড় ঋণগ্রহীতা আরেকটা ছোট। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, ছোট গ্রহীতারা বড় হতে চায় না। তাদের এ মনোভাব আপনাদের বদলাতে হবে। নিম্ন আয়ের খাতগুলোকে বড় আয়ের খাতে পরিণত করতে না পারলে ২০৪০ সালে একটি উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হওয়া সম্ভব নয় বলে তিনি মতামত দেন।

অধিবেশন ৮

দারিদ্র্য বিমোচন জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থায়ন

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, বাংলাদেশ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে সবচাইতে ঝুঁকির সম্মুখীন দেশ। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিকসহ সবক'টি খাতেই পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। 'আর্থ-সামাজিক' বলতে বোঝায় দারিদ্র্য বিমোচনসহ সংশ্লিষ্ট সব কার্যক্রম এবং তা সরাসরিভাবে প্রভাবিত করে গত কয়েক দশক ধরে চলে আসা ক্ষুদ্রঋণ খাতকে। বৈশ্বিক জলবায়ু

পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো বিবেচনায় নিয়ে দেশের ক্ষুদ্রঋণ খাত কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই খাতকে যথাযথভাবে ঝুঁকিপূর্ণ রাখতে আগামীতে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ তা নিয়ে আলোচনা হয় এ অধিবেশনে। অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্টের সমন্বয়ক ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন পরিকল্পনা কমিশনের সাবেক সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার মন্ডল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। আরও বক্তব্য রাখেন পিপল ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইম্প্লিমেন্টেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব মুর্শেদ আলম সরকার।

পিকেএসএফ-এর কমিউনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্টের সমন্বয়ক ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ তাঁর প্রবন্ধের শুরুতেই বলেন, 'বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী–এ বিষয়ে আমরা প্রধানত বুঝি আবহাওয়ার সূচকগুলো পাল্টে যাবে। যেহেতু কৃষিনির্ভর দেশ তাই প্রাকৃতিক বিষয়গুলোর ওপর বেশি নির্ভর করতে হয় আমাদের। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সাইক্লোন এবং বন্যা সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে, যা আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলছে এবং উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। বলা হচ্ছে পৃথিবীর সার্বিক তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৮ ডিগ্রী। কোন কারণে যদি তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রী বাড়ে তাহলে বিশ্ব আর বসবাসের উপযুক্ত থাকবেনা। বাংলাদেশের কৃষিখাত এই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে তাও ফুটে ওঠে ড. ফজলে রাব্বির প্রবন্ধে।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইতোমধ্যে বাংলাদেশে পড়তে শুরু করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব না থাকলে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশের বেশি হত। আর শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবী প্রতি বছর ১.২ ট্রিলিয়ন জিডিপি হারায়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার কমছে কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যদি না থাকতো তবে এই হার আরো কম হতো। ভবিষ্যতে যদি অন্য কোনো কারণে আমাদের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটে এক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের উপর প্রভাব ফেলবে। তাই আমরা যাতে এটা মোকাবেলা করতে পারি সে জন্য দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কাটিয়ে ওঠার বিষয় গুলোকে খুব গুরুত্বের সাথে নিতে হবে।'

তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদির যে ঝুঁকির মুখে রয়েছে বাংলাদেশ তা সামাল দিতে আমাদের ব্যাপক প্রস্তুতির প্রয়োজন। তাঁর মতে ক্ষুদ্র ঋণখাত যে উদ্যোগই গ্রহণ করুক না কেন তার সাথে যেন জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবেলার সামঞ্জস্য থাকে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমাদের মনে রাখতে হবে কোন গ্রহীতাকে মৌসুমি ঋণ দেওয়ার সময় যেন ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দেওয়া হয়। ধরা যাক আপনি গৃহঋণ দিলেন সেক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা যাতে এমনভাবে বাড়িটা করে যাতে এটা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অভিযোজনের কথা মাথায় রেখে, আমাদের যে অর্থ প্রবাহ সেটা ভুল ব্যবহার বা অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যবহারের কোনো সুযোগ নাই। তার মানে অভিযোজনের ক্ষেত্রে এমএফআইগুলো জ্ঞান-নির্ভর ও গবেষণা- নির্ভর যোগাযোগ, এবং সরকারের যে পলিসি আছে তার সাথে মিল রেখে আগালে উন্নয়ন সম্ভব হবে।'

নিজ দেশে গ্রীনহাউজ গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রেও আমাদের কাজ শুরু করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। উপসংহারে তিনি বলেন 'গ্রীনহাউজ গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে। এখানে আমাদের এমএফআইসমূহ মাঠপর্যায়ে তার বিরাট নেটওর্য়াকের মাধ্যমে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

শ্রোতাদের মধ্য থেকে উত্থাপিত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যগুলো হলো -

জনাব মোহাম্মদ ইমাম হোসের চৌধুরি
প্রধান নির্বাহী, নওজোড়, চট্টগ্রাম

আমরা জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য কাজ করি। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষুদ্র অর্থায়ন কিভাবে ব্যবহার করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করার দরকার।

জনৈক প্রতিনিধি

পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে আমাদের কৃষি খাত বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। আমাদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে এ ক্ষেত্রে ফসলের জন্য বীমা চালু করা প্রয়োজন।

পিপল ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রাম ইম্প্লিমেন্টেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব মুর্শেদ আলম সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যতই চেষ্টা করা হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে তা ধূসর হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এখনো দুর্যোগ মোকাবেলার মতো যথেষ্ট আর্থিক বা প্রযুক্তিগত সক্ষমতা নেই। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও ক্ষুদ্রঅর্থায়নের মাঝে সমন্বয় সাধন করতে হবে। কারণ প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষরাই সবচেয়ে বেশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির ঝুঁকিতে আছে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমন্বয় করতে হবে। এছাড়া অভিযোজনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অধিবেশনের প্রধান অতিথি সাবেক বন ও পরিবেশমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় তাঁর সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষরা এরইমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাতক্ষীরায় কৃষিজমিগুলোতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ থেকে ১৪ বছর আগে ২০০০ সালে খুলনা জেলায় লবণাক্ত জমির পরিমান ছিল ১ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর ২০০৯ সালে নয় বছর পরে সেটি হয়েছে ১ লাখ ৪৮ হাজার হেক্টর। এই লবণাক্ততার কারণে মানুষের জীবনের উপর প্রভাব পড়ছে। সেখানে যারা কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল তারা ফসল উৎপাদন করতে পারছেন না।

উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যপেশাজীবীরা এখন প্রায়শই ঘূর্ণিঝড়ের বিপদসংকেত থাকায় সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারেন না। এতে এই অঞ্চলের মানুষজন নতুন করে দারিদ্র্যের সম্মুখীন হচ্ছেন। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী বা গরীব দেশ কেউই জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রেহাই পাচ্ছে না কারণ প্রকৃতির কাছে আমরা খুব অসহায়। বৈশ্বিক দুর্যোগের জন্য আমরা কোন অংশে দায়ী নই। আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের শিকার এবং আমরা এর সাথে লড়াই করছি। সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অধিবেশন ৯

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন

বাংলাদেশে ক্ষুদ্রঋণের বাজারে সৃষ্ট প্রতিযোগিতার ধরন ও প্রকৃতি, ক্ষুদ্রঋণ খাতের বিস্তারে এর প্রভাব এবং এই প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে 'ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন' শীর্ষক অধিবেশনে অর্থবহ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আবদুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ হাকিম। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন ব্যুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন, মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী রাজিয়া হোসেন ও পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো: নুরুজ্জামান। অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন।

মূল প্রবন্ধে সাউথ-ইস্ট ইউনিভার্সিটির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. এম এ হাকিম বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ বাজারে প্রতিযোগিতার সূত্রপাত সম্বন্ধে একটি ধারণা প্রদান করেন। একজন সদস্যের একাধিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নেয়াই ওভারল্যাপিং বলে উল্লেখ করে অধ্যাপক হাকিম বলেন, 'বিগত দুই দশকে আমরা আয়তন ও প্রসারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের বাজারে এমএফআইদের উপস্থিতির ঘনত্ব পর্যবেক্ষণ করেছি ও আমরা এই সময়ে মাঠপর্যায়ে কিছুটা প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করেছি তবে বিষয়টি জোরালোভাবে নজরে আসে যখন স্টেকহোল্ডারদের আলোচনায় ও কিছু কেসস্টাডিতে ওভারল্যাপিংয়ের বিষয়টি চলে আসে।'

এমএফআইদের এলাকা ভিত্তিক উপস্থিতি নির্ণয় করতে গিয়ে ওভারল্যাপিংয়ের বিষয়টি প্রথম পিকেএসএফ-এর নজরে আসে। অধ্যাপক খলীলী তাঁর একটি নিরীক্ষায় দেখতে পান ২০০৯ সালে সামগ্রিকভাবে ওভারল্যাপিংয়ের হার ছিলো শতকরা ৩১ ভাগ। বিগত পাঁচ বছরে ওভারল্যাপিং আরো বেড়েছে। একই এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনাকারী এমএফআইদের কারো ঋণের পরিমাণ বড় এবং তা পরিশোধ করার জন্য লম্বা সময় পাওয়া যায়। কারোর ঋণের পরিমাণ কম, পরিশোধ করার মেয়াদ স্বল্প, সুদের হারও কম। কোনো প্রতিষ্ঠানের রয়েছে একাধিক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ঋণের সমাহার। এসব কারণে বাজারে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।

সাধারণত বড় এমএফআইগুলো নিজেদের আর্থিক সক্ষমতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বেশি থাকায় ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রাহক নিজেদের করে নিতে পারে। বেশি সুযোগ পাবার আশায় গ্রাহকরাও বড়ো প্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকে। এই কারণে ক্ষুদ্র অথবা অতিক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে এই পরিস্থিতিতে টিকে থাকা মুশকিল হয়। আর্থিকভাবে অপেক্ষাকৃত সচ্ছল এলাকাগুলোতে বেশি প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয় কারণ এই এলাকাগুলোতে কমবেশি সব প্রতিষ্ঠানেরই শাখা থাকে। আইএনএম-এর একটি গবেষণায় দেখা যায় এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি তৈরি হয় সাধারণত পাকা রাস্তার তিন-চার কিলোমিটারের মধ্যে। যারা স্বল্প সুদে ঋণ দেবে তারাই বাজারে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এবং বাজার নিজেদের আয়ত্তে রাখতে পারবে। এমআরএ প্রতিষ্ঠার পর ঋণের সুদের ওপর একটি সীমারেখা টানা হয়েছে এবং এর ফলে কোনো প্রতিষ্ঠানেরই নিজের ইচ্ছে মতো সুদ গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নেই। কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে সর্বোচ্চ ২৭ শতাংশ সুদ আদায় করে। পিকেএসএফ-এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো আরো কমিয়ে ২৫ শতাংশ সুদে ঋণদান করে। কিছু কিছু বড় প্রতিষ্ঠান এরচেয়ে কম হারে সুদ নিয়ে থাকে। বাজারে টিকে থাকতে এখন প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ কার্যক্রমের সাথে বিভিন্ন সেবা জুড়ে দিচ্ছে যার মধ্যে রয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা।

তিনি বলেন এই ধরণের প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে ছোট এমএফআইগুলোর ভবিষ্যতে টিকে থাকা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। বড় এবং মাঝারি মাপের এমএফআইরা তাদের আর্থিক সক্ষমতা ও সাংগঠনিক শক্তির কারণে তাদের ঋণে বৈচিত্র্য যোগ করতে পারছে এবং পাশাপাশি ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করতে পারছে, যা ক্ষুদ্র এমএফআইগুলোর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না উপরন্তু তাদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। তিনি আরও বলেন অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা খেলাপি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর ধ্বংসের কারণ হতে পারে তাই এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করার সময় এসেছে।

যে সংস্থাটি উল্লিখিত এই প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণে সবচাইতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে তা হলো এমআরএ। পিকেএসএফও আংশিক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। এমআরএ ও পিকেএসএফ বিভিন্নভাবে এক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে। প্রথমত, এই ক্ষুদ্র এমএফআইগুলোর আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নিতে হবে। দ্বিতীয়ত, এমআরএকে এখনই গুরুত্ব দিয়ে এমএফআইগুলোর শাখা বিস্তারের ব্যাপারে একটি নীতিমালা প্রণয়নের কাজ শুরু করতে হবে। এমআরএ-এর জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো একটি কার্যকর ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো বা সিআইবি গঠন করা। আর এই প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে পদক্ষেপই নেয়া হোক না কেনো তা যেনো যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে করা হয়।

প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব নুরুজ্জামান বলেন, 'মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিযোগিতায় নেওয়া ঠিক হবে না। আঞ্চলিক ভিন্নতা বিবেচনায় নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষা করতে হবে। তাদেরকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক ক্ষেত্রে একটা বাড়তি সাহায্য দরকার হয়। পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে বিভিন্ন কাজ করে যাচ্ছে।' এ ব্যাপারে আরও কী কী করণীয় আছে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আরও সচেষ্ট হয়ে ভিন্ন ধারার নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

মহিলা বহুমুখী শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী জনাব রাজিয়া হোসেন প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় বলেন, 'প্রতিযোগিতা এখানে ক্ষতির কারণ মনে হতে পারে তবে আমরা যদি ভালো দিকটা দেখি তাহলে বুঝা যায় এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণগ্রহীতার জন্য কিছু ভালো দিক নিয়ে আসে। সে নিজের পছন্দ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান বাছাই করতে পারে। আর সংগঠনগুলোর জন্য ভালো দিকটা হলো এতে তারা তাদের সেবাসমূহ উন্নত করার চেষ্টা করবে। তারা দক্ষ হবার চেষ্টা করবে। আমরা যাতে ভালোভাবে ঋণ সরবরাহ করতে পারি। তবে অবশ্যই আমাদেরকে সুস্থ প্রতিযোগিতায় থাকতে হবে।' বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে এমআরএ-কে মাঠ পর্যায়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ চালু রাখতে হবে বলে তিনি মত দেন।

ব্যুরো বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক জনাব জাকির হোসেন এই প্রতিযোগিতা স্বস্তিকর পর্যায়ে রাখতে এমআরএ-এর ভূমিকা আশা করেন। তিনি বলেন, 'ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো গড়ে তুললে এবং বিভিন্নভাবে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করলে একটা ভালো ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা হবে বলে আমি মনে করি। এতে করে স্টেকহোল্ডার সংস্থাগুলো সবাই উপকৃত হবে।' তিনি আরও বলেন যদি স্থানীয় এবং জাতীয় সংস্থা গুলোর মধ্যে ভালো সমন্বয় গড়ে ওঠে তাহলে খুব ভালো ভাবে ঋণ কার্যক্রম চালানো যাবে। তিনি আশা করেন আইএনএম-এর দিক নির্দেশনাধর্মী গবেষণা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন প্রতিযোগিতা বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের যদি আড়াই থেকে পাঁচ কোটি লোক ক্ষুদ্রঋণের গ্রাহক হয়ে থাকে তাহলে সেখানে প্রতিযোগিতা না হবার কোন কারণ নেই। এর মধ্যে পিকেএসএফ-এরই আছে ২০০ সহযোগী প্রতিষ্ঠান। বিতরণকারী সংস্থার সংখ্যা যদি এতো বেশি হয় তাহলে সেখানে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী।' তিনি আরও বলেন ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে ৭০ শতাংশ মানুষ দরিদ্র ছিল। এই হার বর্তমানে ২৫ শতাংশে নেমে এসেছে যেটা খুব ইতিবাচক বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া তিনি এই খাতের সুদের হার নিয়েও কথা বলেন। তিনি ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতে ব্যাংকিং এর প্রয়োজনীয়তা এবং এই খাতে ব্যাংক না গড়ে ওঠার কারণ সমূহ বর্ণনা করেন এবং এই খাতের উন্নয়নে একটি সমন্বিত কৌশল অবলম্বনের পরামর্শ দেন।

অধিবেশন পরিচালক ও পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আবদুল করিম সবার বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে পিকেএসএফ-এর অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন, বর্তমানে অনেকে অভিযোগ করেন বড় এনজিও গুলোর কারণে ছোট এনজিওগুলো ক্ষতির মুখে পড়ে। প্রয়োজনের তুলনায় ভালো অর্থের প্যাকেজ তারা দিতে পারে। কিন্তু ছোট এনজিওগুলো পারে না। আমাদের হিসেব অনুযায়ী প্রায় ৭৫ ভাগ এমএফআইসমূহ হলো ক্ষুদ্র প্রকৃতির। ক্ষুদ্র এনজিও গুলোকে যাতে প্রতিযোগিতায় সমঅংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া যায়, যারা অনিবন্ধিত এনজিও আছে তাদেরকে যাতে পিকেএসএফ-এ নিবন্ধন করানো যায়–এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। সবার চেষ্টায় যদি সিবিআই এবং একটা ক্ষুদ্রঋণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে সুস্থ প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। এসব বিষয় বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় সমঅংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হলে এই সেক্টর আরও লাভবান হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমাপনী অধিবেশন

আগামী দিনে ক্ষুদ্রঋণ খাতের ঝুঁকি ও অস্থিতিশীলতা

'সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা' শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনে অনুষ্ঠিত আলোচনাগুলো থেকে উঠে আসা ধারণা, পরামর্শ ও সুপারিশ টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের চলমান কর্মকাণ্ডকে আরো গতিশীল করতে নীতিনির্ধারকদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে মনে করেন সমাপনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ।

আইএনএম ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড.কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু (এমপি)। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু (এমপি), মাননীয় বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন (এমপি) এবং মাননীয় পানিসম্পদ মন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ (এমপি)। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএনএম-এর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম.এ. বাকী খলীলী, পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম এবং এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের কাছে সম্মেলনের অধিবেশনগুলোতে আলোচিত বিষয়গুলোর একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন আইএনএম নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক এম. এ. বাকী খলীলী। তিনি বলেন এই সম্মেলনে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ক্ষুদ্রউদ্যোগের প্রসারে সৃষ্ট কর্মসংস্থান, টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বহুমাত্রিক সহায়তা, ক্ষুদ্রঅর্থায়নে অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা ও ওভ্যারল্যাপিং, ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও এর অভিঘাত মোকাবেলায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের নিয়ন্ত্রণ ও করণীয় ইত্যাদি।

বক্তব্যের সূচনায় গত ৩০ বছরে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাতের প্রসার ও এই খাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের বর্তমান চিত্র তুলে ধরে অধ্যাপক খলীলী বলেন ক্রমোন্নতির মাধ্যমে নতুন নতুন অনুষঙ্গযুক্ত হয়ে এই খাত এখন দারিদ্র্য বিমোচনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই খাতের সাফল্য সম্পর্কে তিনি বলেন, এই খাতের মাধ্যমে বর্তমানে ব্যাংকের থেকেও বেশী পরিমাণে ঋণ সরবরাহ করা হয়। তিনি তথ্য উপস্থাপনেরর মাধ্যমে ২০০৬ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত এই খাতের প্রসার তুলে ধরেন।

অধাপক খলীলী আরও বলেন, এই খাত ইতিপূর্বে প্রান্তিক ও দরিদ্রদের টিকে থাকার জন্য ঋণ প্রদান করতো। কিন্তু বর্তমানে এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্যও অর্থসহায়তা দিচ্ছে। যার ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে উঠছে এবং মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হচ্ছে। ক্ষুদ্রউদ্যোগকে ঘিরে এ পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে যা একটি বিরাট অর্জন। এছাড়া পশুপালন খাতেও ক্ষুদ্র অর্থায়ন একটি বড় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

তিনি আইএনএম ও পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান প্রদত্ত 'বহুমাত্রিক সহায়তার মাধ্যমে টেকসই দারিদ্র্য বিমোচন' নামক ধারণার সাথে সহমত পোষণ করে বলেন ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রঋণ হচ্ছে মাত্র একটি উপাদান। টেকসই উন্নয়নে

চাই ক্ষুদ্রঋণ ও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, সুপেয় পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়। তিনি আরো বলেন, সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ ব্যতীত টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। যেহেতু ৮০ শতাংশ ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানই ক্ষুদ্র পর্যায়ের তাদের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো থেকে ঋণ নিয়ে ঋণদান কর্মসূচী পরিচালনা করা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহের জন্য তিনি সরকারকে আহ্বান জানান। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় কৃষক ও কৃষিখাত সবচাইতে ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, কৃষিখাতকে সুরক্ষিত রাখতে বীমা ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

এমআরএ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খন্দকার মাজহারুল হক এই সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানদীপ্ত পরামর্শ এইখাতের নীতিনির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা রাখার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, এই খাতকে টেকসই ও দারিদ্র্য নিরসন সহায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে ২০০৬ সালে এমআরএ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯০ দশকে গড়ে উঠে পিকেএসএফ এবং ক্ষুদ্রঋণ বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম, নীতিনির্ধারণ ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় আইএনএম।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন যে, এই দু'দিনব্যাপী সভার উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতের সাফল্য সম্পর্কে আগতদের অবগত করানো এবং দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে এই খাত কীভাবে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে সে সম্পর্কে তৃণমূল ও মাঠ পর্যায় থেকে মতামত গ্রহণ। বাংলাদেশ জাতিসংঘ প্রদত্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য নির্দিষ্ট সময়সীমার আগেই বাস্তবায়ন করেছে যেখানে ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই খাত বিশেষভাবে পিকেএসএফ-এর সহায়তায় টেকসই দারিদ্র্য বিমোচনে অনেক অবদান রেখেছে।

তিনি বলেন ১৯৯০ সালে যখন পিকেএসএফ-এর যাত্রা শুরু হয় মাত্র ২৩টি সংস্থা দিয়ে তখন ধারণা ছিল যে, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং দারিদ্র্য দূরীভূত হবে। ক্রমান্বয়ে প্রয়োজনের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রঋণের বৈচিত্রায়ন ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে পিকেএসএফ একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (Financial Inclusion) প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

তিনি বলেন, এপর্যন্ত প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে শুধু অংশীদারী সংগঠনগুলোর মাধ্যমে। আর অংশীদারী সংস্থাগুলো পুঞ্জীভূতভাবে প্রায় ১ লাখ ৬৯ হাজার কোটি টাকা মাঠ পর্যায়ে বিতরণ করেছে যা এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। বর্তমান সভাপতি মহোদয়ের আমলে মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমৃদ্ধি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে পিকেএসএফ দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক সমস্যাগুলোকে বহুমাত্রিক উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেন। প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুপেয় পানি, পয়ঃনিষ্কাশন, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলোকে এই কার্যক্রমের আওতাধীন করা হয়েছে। এছাড়া প্রান্তিক কৃষকের সুবিধার জন্য অতিসুলভ প্রযুক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে যেমন-গুটি ইউরিয়া। উত্তরবঙ্গেও মঙ্গা পীড়িত এলাকায় সফলভাবে কার্যক্রম চালানোর পর পিকেএসএফ এখন দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের হাওর-বাওর এলাকার দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তিনি পিকেএসএফ-এর এই উন্নয়নের ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

আলোচনার শুরুতেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্যমন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু ক্ষুদ্রঋণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে তুলে ধরে বলেন, ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ও গরীবদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বলেন অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্ষুদ্রঋণ দারিদ্র্য বিমোচনে ও সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে । আন্তর্জাতিকভাবে ২০৩০ সাল নাগাদ অতিদরিদ্র উচ্ছেদ করার লক্ষ্য থাকলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০২১ সালের মধ্যেই এদেশ থেকে অতিদরিদ্র উচ্ছেদের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনি বলেন দুইদিনব্যাপী এই সম্মেলনে থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতির উন্নয়নে তথা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরও বলেন ক্ষুদ্রঋণ একটা বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচালিত হয় কারণ এটি গরীবের ক্ষমতায়ন করে এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য ঠিক করে। লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্ষুদ্রঋণ খাতের

কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়নে এই খাতের যে ঝুঁকি গুলো আছে সেগুলো মোকাবেলা করা এবং এইখাতের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মত দেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন যে ক্ষুদ্রঋণপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের মূলচালিকাশক্তি হল অর্থায়ন। আমরা যদি ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য উচ্ছেদ করতে চাই সেক্ষেত্রে বহুমাত্রিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। ক্ষুদ্রঋণ যদি বাণিজ্যিক ভাবে পরিচালিত হয় তবে এর মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবেনা। তাই এই খাতের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন করতে হলে সরকারের একটা ভূমিকা রাখতে হবে। দারিদ্র্যের ভয়ংকর চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কেবল ক্ষুদ্রঋণের উপর নির্ভর না থেকে একটি সমন্বিত ক্ষুদ্রঋণ পদ্ধতি চালু করার আহবান জানিয়ে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বেসামরিক বিমান ও পর্যটনমন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমেই সাম্প্রতিককালে দারিদ্র্যের চরমসীমা থেকে ক্রমাগত উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করে এই খাত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন প্রান্তিক মানুষ বিশেষ করে মহিলাদেরকে একটি সামাজিক অস্তিত্বদানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এই ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমেই দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে সামগ্রিকভাবে বেরিয়ে না আসতে পারলেও একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌছানো সম্ভব হয়েছে। তিনি ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার প্রসঙ্গেও কথা বলেন। এই খাতকে কেবল ঋণদান ও ঋণগ্রহণ কর্মসূচীর মাঝে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণমূলক সংস্থা প্রতিষ্ঠানকে খুবই সময়োপযোগী বলে মনে করেন। ক্ষুদ্রঋণকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির হাতিয়ারে পরিণত করতে হলে একে বহুমাত্রিক করতে হবে বলে তার মত প্রকাশ করেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানিসম্পদমন্ত্রী জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন বাংলাদেশ ক্ষুদ্রঋণের পথিকৃৎ। ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে বর্তমানে দেশের ৬০-৭০ ভাগ মানুষকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে যার বেশীর ভাগই মহিলা। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার যে ২৬ শতাংশে নেমে আসার পিছনে ক্ষুদ্রঋণের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। তিনি আরও বলেন, যেসব দরিদ্র মানুষের সামনে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য ব্যাংকের রাস্তা খোলা ছিল না, ক্ষুদ্রঋণ তাদের সাবলম্বী করার জন্য প্রথম ধাপ হিসেবে ঋণদান করেছে, এখন সরকার এবং পিকেএসএফ-এর মত নিয়ন্ত্রনমূলক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত ভূমিকা এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে টেকসই উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি যেকোন সময়ের তুলনায় আরও মজবুত হয়েছে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে বেড়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, এখন আমরা ধীরে ধীরে টেকসই উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছি। ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে ভতুর্কির বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত বলে তিনি মতামত দেন। তাঁর বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবেলার কথা নতুনভাবে চিন্তা করতে বলেন এবং কৃষিখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি মোকাবেলার জন্য তিনি শস্যবীমার কথা উল্লেখ করেন। একদা এই দেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলা হতো, আর আজকে বাংলাদেশকে উদীয়মান ১১টি দেশের মধ্যে অন্যতম বলা হয়। পরিশেষে সরকার, পিকেএসএফ, আইএনএম এবং এমআরএ-কে একত্রে সংযুক্ত করে এই খাতকে আরও শক্তিশালী করার পরামর্শ দিয়ে তাঁর বক্তব্যের ইতি টানেন।

সমাপনী অধিবেশনের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু বক্তব্যের শুরুতে দুইদিনব্যাপী এই সম্মেলন ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রম প্রবাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন এই সম্মেলনের মাধ্যমে নীতি নির্ধারক পর্যায় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের মাঝে একটা সেতুবন্ধন হয়েছে যার ফলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করতে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করতে আগ্রহী।

তিনি আরও বলেন যেহেতু দরিদ্রতার বহুমাত্রিক কারণ রয়েছে। তাই দরিদ্রতা দূরীকরণে বৈচিত্র্য সম্বলিত বহুমাত্রিক মধ্যবর্তী প্রকল্পের সফল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তিনি বর্তমান সরকারের বিভিন্ন দারিদ্র্য নিরসন প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন। উদাহরণস্বরূপ বয়স্কভাতা, বিধবাভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, গ্রামভিত্তিক ১০০ দিনের কর্মসূচী ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন। মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন বাংলাদেশ

প্রতিবছর ২.১২ হারে দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করলেও বর্তমান সরকারের আমলে ২.৪৭ হারে দারিদ্র্য হ্রাস সম্ভব হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৬৩০ মার্কিন ডলার থেকে ১১৯০ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ১২ হাজারেরও বেশী কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরী করা হয়েছে। স্বাক্ষরতার হার, প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ প্রবাহ সব খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। অর্থনৈতিক সক্ষমতা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণকে সমন্বিত করে উন্নয়ন পরিকল্পনা করলে তা আরও ফলপ্রসু হবে। এইখাতের উন্নয়নে একটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে এই খাত যেন বাণিজ্যিক খাত হিসেবে রূপান্তরিত না হয়। এছাড়া এই খাতে সুদের হার কমাতে হবে বলে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে আর সমৃদ্ধির এই অগ্রযাত্রায় ক্ষুদ্রঋণের ভূমিকা অপরিসীম। এজন্য আয়োজনকারী সংস্থাসমূহ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এমন ফলপ্রসূ আয়োজন ভবিষ্যতেও করবে বলে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

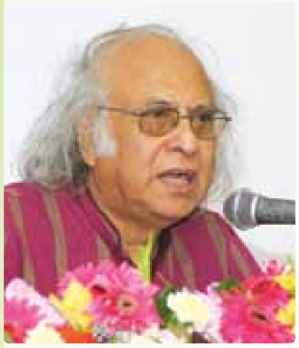

আইএনএম ও পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ও সমাপনী অধিবেশনের সভাপতি অধ্যাপক কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, এমআরএ-এর দায়িত্ব হলো ক্ষুদ্র অর্থায়ন খাতকে নিয়ন্ত্রণ করা, নিয়মকানুন তৈরী করা, পিকেএসএফ-এর দায়িত্ব হচ্ছে সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ, প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সেবা দরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের মাঝে পৌছে দেয়া আর আইএনএম হচ্ছে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এই তিনটি প্রতিষ্ঠান একে অপরের সম্পূরক। দেশের অগ্রগতির জন্য ব্যষ্টিক পর্যায়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার সামষ্টিক প্রতিফলন ঘটতে হবে বলে মন্তব্য করেন।

তিনি আরও বলেন পাহাড়ে, চরাঞ্চলে বসবাসরত কিংবা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে যারা বাস করেন তাদের প্রতি নজর দিতে হবে এবং সামাজিক নিরাপত্তা জাল তৈরী করতে হবে। মানুষের সম্পৃক্ততা ছাড়া কখনও কোন উন্নয়ন হয় না তাই উন্নয়ন করতে হলে রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক ও সামাজিক সমন্বয় প্রয়োজন যার মাধ্যমেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব। আর এই সমন্বয়ের দায়িত্ব হচ্ছে পিকেএসএফ, আইএনএম ও এমআরএ-এর মত প্রতিষ্ঠানের। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে কাজ শুরু করলেও মাঝে লক্ষ্যচ্যুতি ঘটেছিল। এই বিচ্যুতিগুলো দূর করে সঠিকপথে ফিরে আসার জন্য সমন্বিত উন্নয়নের প্রতি তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। পরিশেষে আয়োজনকারী সংস্থাসমূহকে এমন যুগান্তকারী সম্মেলন আয়োজন করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও অভিন্দন জানিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সুপারিশমালা

১. এমএফআই-এর অবস্থান কি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে না কি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে তা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া;

২. ক্ষুদ্রঋণ খাত পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার ও এমআরএ-এর ভূমিকা যথাযথরূপে নিরূপণ করা;

৩. যাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই তাদের আয়- ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৪. প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রমকে আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা;

৫. কর্ম সংস্থানের সুযোগ তৈরিতে উৎপাদনশীল খাতে পর্যাপ্ত বিনিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৬. বীমাঃ স্থান বিশেষে প্রকৃতিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধরনের বীমা ব্যবস্থা চালু করা;

৭. প্রশাসন, তথ্য প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৮. জাতীয় সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং সরকারের সুশাসন নিশ্চিত করা;

০৯. ভ্যালু চেইন, মার্কেটিং, ট্রেনিং ইত্যাদি বিভিন্ন খাতের মাঝে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা;

১০. দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার জন্য দক্ষ জনশক্তি ও ব্যবস্থাপনার মাঝে সমন্বয় সাধন করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া;

১১. ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়ন সচল রাখতে নতুন ব্যাংক খোলার ব্যবস্থা করা;

১২. ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহজ সুদের হারে ও শিথিল শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-এর মত আরও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা;

১৩. কৃষিক্ষেত্রে আকস্মিক বিপর্যয় মোকাবেলার সক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

১৪. সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের বিপরীতে সুদের হার কমানোর বিষয়টি বিবেচনা করা;

১৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে ক্ষুদ্র অর্থায়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা;

১৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য দক্ষিণ অঞ্চলের ভূমিহীনদের মাঝে চরের জমি বণ্টন করে বনায়নের ব্যবস্থা করা;

১৭. অনিবন্ধিত এনজিও গুলোকে নিবন্ধনের আওতাভুক্ত করার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া;

১৮. ক্ষুদ্র এনজিও গুলোকে প্রতিযোগিতায় সমঅংশগ্রহণের সুযোগ প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা;

১৯. ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো গড়ে তুলে এবং বিভিন্নভাবে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা;

২০. বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে এমআরএ-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা;

২১. বহুমাত্রিক দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং

২২. অতি দরিদ্রদের জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় আনা।

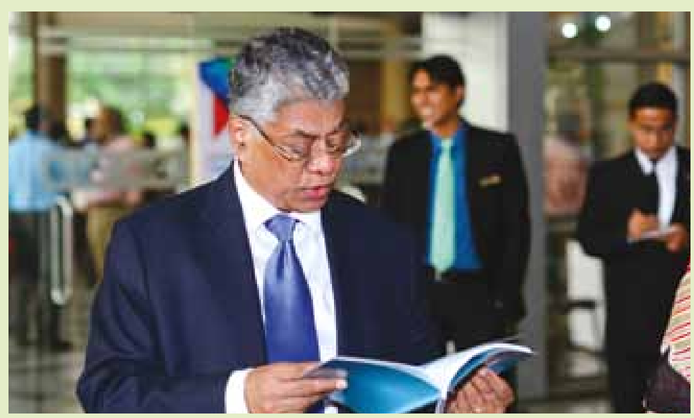

সূত্রঃ
ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স (আইএনএম)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
বাড়ি নং-৩০, রাস্তা নং-৩, মনসুরাবাদ, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোনঃ +৮৮-০২-৮১৮১০৬৬
ফ্যাক্সঃ +৮৮-০২-৮১৫২৭৯৬
info@inm.org.bd, www.inm.org.bd

Institute of Microfinance (InM)

Microcredit Regulatory Authority

Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF)

তথ্য সমূহ আইএনএম, এমআরএ এবং পিকেএসএফ - এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা শীর্ষক জাতীয় সম্মেলন এবং ১৮ অক্টোবর ২০১৪ অধিবেশন সমূহ হতে সংগৃহীত।

This publication has been supported under the PROSPER (Promoting Financial Services for Poverty Reduction) Programme funded by UKaid, DFID